RNI No. 71057/96

Bengali fortnightly newspaper

পূর্বোত্তর

১৯৯৬ সন থেকে প্রকাশিত

www.facebook.com/purbottar
www.purbottar.in

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বিজ্ঞপ্তি

আপনাদের গল্প, কবিতা, মৌলিক রচনা আমাদের contact@purbottar.in –এ ই-মেইল অথবা, 7547930235 নাম্বারে হোয়াটস্ অ্যাপ করুন।

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- 9775273453

বর্ষ: ২৯, সংখ্যা: ১২, কোচবিহার, শুক্রবার, ১৩ জুন - ২৬ জুন, ২০২৫, পৃষ্ঠা সংখ্যা: ৮

Vol: 29, Issue: 12, Cooch Behar, Friday, 13 June - 26 June, 2025, Pages: 8, **Rs. 3**

অনুপ্রবেশের অভিযোগে ১৬ বাংলাদেশি ধৃত

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বাংলাদেশি ধরা পড়ল কোচবিহারে। এবারে ৩ জুন মঙ্গলবার দিনহাটায় অনুপ্রবেশের অভিযোগে ১৬ জনকে গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, দিনহাটার ফলিমারী স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় বেশ কিছু মানুষ জড়ো হয়েছিল। সে খবর পেয়ে গীতালদহ ফাঁড়ির পুলিশ সেখানে পৌঁছে তাদের আটক করে দিনহাটা থানায় নিয়ে আসে। এরপর সোমবার দিনভর তাদের জিজ্ঞাসাবাদ করলে পুলিশ জানতে পারে সকলে বাংলাদেশি নাগরিক। এরপরেই তাদের গ্রেফতার করা হয়। পুলিশ তদন্তে জানতে পেরেছে, ধৃতরা সকলে অবৈধভাবে ভারতে প্রবেশ করে প্রায় ৪-৫ বছর আগে। সেই সময় থেকে দিল্লি ও নয়ডা এলাকায় কাজ করে আসছে। কিন্তু বর্তমান সময়ে ভারত সরকার অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ শুরু করতেই তারা সেখান থেকে পালিয়ে আসে। প্রথমে তারা নিউ কোচবিহার স্টেশন এবং সেখান থেকে নয়ারহাট হয়ে ফলিমারী স্টেশনে পৌঁছায়।

আর সেখানেই পুলিশের হাতে আটক হয় এবং থানায় নিয়ে এসে জিজ্ঞাসাবাদের পর তাদের পুলিশ গ্রেফতার করে। ১৬ জন বাংলাদেশির মধ্যে ৬ জন পুরুষ ৪ জন মহিলা এবং ৬ শিশু রয়েছে। তারা সকলেই বাংলাদেশের কুড়িগ্রাম উপজেলার বাসিন্দা।

শতবর্ষ পুরনো দুর্গাপুজোর খুঁটি পুজোয় উদয়ন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, দিনহাটা: খুঁটি পুজোর মধ্যে দিয়ে শুরু হল দুর্গাপুজোর প্রস্তুতি। সম্প্রতি দিনহাটার মদনমোহন বাড়ি দুর্গোৎসবের খুঁটিপূজা হল। মন্ত্রী উদয়ন গুহের উপস্থিতিতে উৎসবের সূচনা হয়। ঐতিহ্যবাহী রীতি অনুষ্ঠানের মধ্য দিয়ে খুঁটিপূজা হয়। উদ্যোক্তারা জানান, এবারে ওই পুজোর ১২৬ বছর। এই অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী ও দুর্গোৎসব কমিটির সভাপতি উদয়ন গুহ। তিনি বলেন, "দিনহাটার দুর্গাপূজা উত্তরবঙ্গে এক অনন্য মাত্রা যোগ করে। এখানকার পূজা শুধুমাত্র জেলা নয়, সমগ্র উত্তরবঙ্গের মানুষের মন কেড়ে নেয়।" দিনহাটার মদনমোহন বাড়ির দুর্গোৎসব উত্তরবঙ্গের অন্যতম প্রাচীন ও জাঁকজমকপূর্ণ উৎসব। প্রতি বছর ভক্তরা দূর-দূরান্ত থেকে এখানে আসেন মা দুর্গার দর্শন পেতে। খুঁটিপূজার মাধ্যমে পূজার আনুষ্ঠানিক সূচনা হওয়ায় কমিটির পক্ষ থেকে সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে এবারের উৎসবে অংশ নেওয়ার জন্য।

তীব্র দাবদাহে দু'দিন ছুটি ঘোষণা করলেন শিক্ষামন্ত্রী

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: দিন কয়েক ধরে গরমের তীব্রতা বেড়েই চলছে। সর্বোচ্চ তাপমাত্রা পৌঁছে গিয়েছে ৩৭ ডিগ্রির উপরে। সেই সঙ্গে বইছে 'লু'। প্রখর রোদে নাজেহাল অবস্থা বাসিন্দাদের। সব চেয়ে খারাপ অবস্থা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের। বিশেষ করে প্রাথমিকের পড়ুয়াদের অসুস্থ হওয়ার ঘটনা ঘটছে। কোচবিহারের মতো জেলায় গত তিন দিনে অন্ততপক্ষে দশ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। ১১ জুন ও ১২ জুন দু'দিনে ৬ জন পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়ে। প্রাথমিক চিকিৎসার পরে পরিবারের সদস্যদের হাতে পড়ুয়াদের তুলে দেন শিক্ষকরা। অবস্থার কথা চিন্তা করে পরপর দু'দিন স্কুল ছুটির কথা ঘোষণা করেছেন রাজ্যের শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। তিনি জানিয়েছেন, আগামী ১৩ জুন শুক্রবার ও ১৪ জুন শনিবার গরমের কারণে স্কুল ছুটি থাকবে। ওই সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানিয়েছেন শিক্ষক ও অভিভাবকরা। ১১ জুন বুধবার দুপুরে দিনহাটা ২ নম্বর চক্র সম্পদ কেন্দ্রের অন্তর্গত চাউলেরকুঠি স্পেশাল ক্যাডার নিউ প্রাইমারি বিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণির ছাত্রী প্রিয়া বর্মন গরমে কাহিল হয়ে পড়ে এবং বমি বমি ভাব অনুভব করতে থাকে। বিদ্যালয় চলাকালীন হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় চাঞ্চল্য ছড়ায় বিদ্যালয় চত্বরে। তৎক্ষণাৎ শিক্ষক-শিক্ষিকারা প্রিয়ার শারীরিক অবস্থার দিকে নজর দেন এবং তাকে প্রাথমিকভাবে সুস্থ করে তোলার চেষ্টা করেন। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক শ্রীধর বর্মন জানান, "প্রবল গরমের জন্য ছাত্রীটি অসুস্থ হয়ে পড়ে। যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।" প্রসঙ্গত, এর আগের দিন দিনহাটার দুই ছাত্র গরমে অসুস্থ হয়ে পড়েছিল। ফলে টানা গরমে ছাত্রছাত্রীদের শারীরিক সমস্যা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে অভিভাবক মহলে। মেখলিগঞ্জ ও মাথাভাঙ্গাতেও পড়ুয়ারা অসুস্থ হয়েছে। তাই ছুটির খবরে মিলেছে কিছুটা স্বস্তি।

মানসিক ভারসাম্যহীন মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ধরলা নদী থেকে উদ্ধার হল এক মহিলার মৃতদেহ। ১১ জুন বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের শীতলকুচির গোসাইরহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত বড় ধাপের চাত্রা এলাকায়। জানা যায় স্থানীয় বাসিন্দারা দেখতে পান নদীতে কিছু একটা ভাসছে। তা দেখে কাছে যেতেই দেখতে পারেন একটি মৃতদেহ। তবে প্রথম দিকে তার পরিচয় জানা যায়নি। একের পর এক মানুষ ভিড় জমাচ্ছিল এলাকায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় শীতলকুচি থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা যায় এক মহিলার মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। মৃতের নাম অলকা সাহা। বাড়ি গোসাইরহাট বাজার এলাকায়। স্থানীয় বাসিন্দা ইন্দ্রজিৎ বর্মন বলেন, "নদীতে কিছু একটা ভাসছিল, কাছে যেতেই দেখা যায় সেটি একটি মৃতদেহ। পরবর্তীতে শীতলকুচি থানায় খবর দেওয়া হয়, পুলিশ মৃতদেহটিকে উদ্ধার করে নিয়ে যায়।" মৃতার দাদা গৌতম সাহা বলেন, "বোন মানসিক ভারসাম্যহীন। গতকাল রাত্রিবেলা বাড়িতেই ছিল, আজ সবার চোখকে ফাঁকি দিয়ে কখন বাড়ি থেকে বেরিয়ে যায়। সকাল থেকে বিভিন্ন জায়গায় খোঁজাখুঁজি করলেও তার খোঁজ মেলেনি। বিকেল বেলা শোনা যায় বাড়ি থেকে কয়েক কিলোমিটার দূরে একটি নদীতে মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে।" বাড়ি থেকে ছুটে আসতেই দেখেন তার বোনের মৃতদেহ। কান্নায় ভেঙে পড়েন মৃতের আত্মীয়রা।

বিএসএফের বিরুদ্ধে হয়রানির অভিযোগ বাসিন্দাদের, উত্তেজনা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে বাসিন্দাদের হয়রানির অভিযোগ উঠল বিএসএফের বিরুদ্ধে। ৮ জুন রবিবার কোচবিহারের দিনহাটা ২ নম্বর ব্লকের নাজিরহাট-২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের গারোলঝোড়া সীমান্তে ওই অভিযোগকে কেন্দ্র করে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে বিএসএফ-এর চেকিং পয়েন্টে হয়রানি করা হচ্ছে বাসিন্দাদের। তাঁরা জানান, বাজারে বা অন্যত্র যাতায়াতের জন্য সচিত্র পরিচয়পত্র দেখাতে বলে হয়রানি করা হয় তাদের। এবার সরাসরি হয়রানির অভিযোগ তুলে ধরে বিক্ষোভে সামিল হন গ্রামবাসীরা। বিক্ষোভের আগে সকালে বিএসএফ আধিকারিকদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন স্থানীয়রা। তবে সমস্যার কোনো সমাধান না হওয়ায় গারোলঝোড়া সীমান্তে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানান তারা।

গ্রাম পঞ্চায়েত সদস্য নবির উদ্দিন মিঁয়া বলেন, "সীমান্তে বিএসএফ-এর চেকিং পয়েন্ট থাকতে দেওয়া হবে না। আমরা স্বাধীনভাবে চলাফেরার অধিকার চাই।" তবে এ ঘটনায় বিএসএফ-এর পক্ষ থেকে কোনো প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি। উল্লেখ্য বর্তমান সময় ভারত বাংলাদেশ দুই দেশের সম্পর্কে টানাপোড়েন পড়ায় ভারতে অবৈধভাবে বসবাসকারী বাংলাদেশী নাগরিকদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করছে ভারত সরকার। আর এর জেরেই সীমান্তে বিএসএফ এর নিরাপত্তা কঠোর হয়েছে। পর পর বেশ কিছু বাংলাদেশিও ধরা পড়েছে। বিএসএফ সূত্রে জানা গিয়েছে, কড়াকড়ি কমিয়ে দিলে সেই সুযোগে ফের বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশ হতে পারে। সে কারণে বিএসএফ নির্দেশ মতো কাজ করছে বলে জানিয়েছে।

হনুমান মন্দিরের উদ্বোধন

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: পঞ্চবটি হনুমান মন্দিরের দ্বারোদঘাটন হল কোচবিহারে। ৯ জুন মঙ্গলবার কোচবিহার স্টেশন মোড়ে নবনির্মিত হনুমান মন্দিরটির উদ্বোধন হয়। সোমবার যাবতীয় প্রস্তুতি ঘুরে দেখেন আয়োজক কমিটির মুখ্য উপদেষ্টা, কাউন্সিলর অভিজিৎ দে ভৌমিক। মঙ্গলবার তিনি ওই মন্দিরের পুজোর মধ্যে দিয়ে উদ্বোধন করেন। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, এক সময় স্টেশন মোড়ে পঞ্চবটি বট গাছের নীচে হনুমান মন্দির ছিল। পরবর্তীতে রাস্তা সম্প্রসারণের জন্য মন্দিরটি অস্থায়ীভাবে অন্যত্র সরিয়ে নিতে হয়েছিল। তাই নতুন করে মন্দির তৈরির কাজ শুরু করেন উদ্যোক্তারা। নবনির্মিত মন্দিরের কাজ সম্পূর্ণ করতে বেশ কিছু কাজের ব্যাপারেও পাশে দাঁড়ান অভিজিৎ দে ভৌমিক। আগেই বিশেষ পুজো, যজ্ঞানুষ্ঠান আয়োজনের কথা ঘোষণা করেন অভিজিতবাবু। সবাইকে আমন্ত্রণ জানান।

অনুপ্রবেশের চেষ্টা রুখে দিল বিএসএফ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বাংলাদেশিদের অবৈধভাবে সীমান্ত পেরিয়ে ভারতে প্রবেশের চেষ্টা আটকে দিল বিএসএফ। সম্প্রতি ঘটনাটি কোচবিহারের শীতলকুচির সাঙ্গারবাড়ি, শালবাড়ি সিতাইয়ের কৈমারি এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, ওই দিন সকাল বেলা সাঙ্গারবাড়ি এলাকার ১৩ নম্বর গেটে নিজেদের জমিতে কাজের জন্য গিয়েছিলেন স্থানীয় বাসিন্দারা। হঠাৎই প্রায় ১৬ জন বাংলাদেশের বাসিন্দা ভারতে প্রবেশের চেষ্টা করে, সেই চেষ্টা রুখে দেয় ১৫৭ বিএসএফ ব্যাটেলিয়ানের বিএসএফ জওয়ানরা। একইভাবে শালবাড়ি ও কৈমারিতেও বেশ কয়েকজনকে আটকে দেওয়া হয়। সব মিলিয়ে সংখ্যা প্রায় ৫০ জন। খবর জানাজানি হতেই বিভিন্ন এলাকার মানুষজনেরা এই দৃশ্য দেখার জন্য সীমান্তের কাছে জড়ো হয়। বর্তমানে সীমান্তের ভিতরে কড়া নিরাপত্তা রয়েছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যান শীতলকুচি থানার পুলিশ। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, সকাল বেলা কাজের জন্য তারা সীমান্তের ওপারে যায়। কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যে তারা লক্ষ্য করেন বেশ কয়েকজন অনুপ্রবেশকারী ভারতের প্রবেশের চেষ্টা করে বলে অভিযোগ। বিএসএফের এক আধিকারিক বলেন, "ওই বিষয় নিয়ে বিএসএফের সঙ্গে ফ্ল্যাগ মিটিং করা হচ্ছে।"

চুরি যাওয়া ফোন উদ্ধার করে ফিরিয়ে দিল পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: হারিয়ে যাওয়া বা চুরি হওয়া মোবাইল ফোন উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকদের হাতে তুলে দিল কোচবিহারেরই মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ২৭ মে মঙ্গলবার মাথাভাঙ্গা থানার হলঘরে এক অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে প্রকৃত মালিকদের হাতে এদিন এই মোবাইল ফোনগুলি তুলে দেওয়া হয়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন মোট ১৭ টি মোবাইল ফোন তুলে দেন তারা। এদিকে হারানো মোবাইল ফোন ফিরে পেয়ে খুশি মোবাইলের প্রকৃত মালিকেরাও। এদিন সর্বনিম্ন ৫ দিন এবং সর্বোচ্চ ১৪ মাসের হারানো মোবাইল ফোনও উদ্ধার করে প্রকৃত মালিকের হাতে তুলে দেয় পুলিশ প্রশাসন। ওই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মাথাভাঙ্গা মহকুমা পুলিশ আধিকারিক সমরেন হালদার, মাথাভাঙ্গা থানার ইন্সপেক্টর ইনচার্জ হেমন্ত শর্মা, মাথাভাঙ্গা থানার মেজোবাবু লাকপা লামা। এদিন মোবাইল ফোন ফিরিয়ে দেওয়ার আগে পুলিশ আধিকারিকেরা মোবাইল ফোন সম্বন্ধে বিস্তারিত আলোচনা করেন। কিভাবে সাইবার প্রতারণা হয় এবং প্রতারকেরা কিভাবে তাদের পাতা ফাঁদে ফেলে প্রতারিতদের সে বিষয়েও বিস্তারিত আলোচনা করেন এমনকি মোবাইলে আসা যেকোনো ধরনের লিঙ্ক এমনকি তথ্য শেয়ার না করার বার্তাও দেওয়া হয় পুলিশের তরফ থেকে।

ভেঙে পড়ল সেতু, ক্ষুব্ধ মানুষ

দেবাশীষ চক্রবর্তী, সিতাই: আচমকা নদীতে ভেঙে পড়ল কংক্রিটের সেতু। আর ভাঙা সেতুর মাঝখানে আটকে যায় ইট বোঝাই একটি পিক আপ ভ্যান। ৩ জুন মঙ্গলবার ঘটনাটি ঘটেছে কোচবিহার জেলার দিনহাটা মহকুমার সিতাই ব্লকের ব্রহ্মত্তরচাতরা এলাকায়। পরে সিতাই থানার পুলিশ দ্রুত এলাকায় গিয়ে পিকআপ ভ্যান থেকে ইট নামিয়ে গাড়িটিকে ভেঙে যাওয়া সেতু থেকে উদ্ধার করেছে। স্থানীয় বাসিন্দারা অভিযোগ করে জানান, সিতাইয়ের ব্রহ্মত্তরচাতরা এলাকায় যাতায়াতের সুবিধের জন্য বহু বছর আগে গিরিধারী নদীর উপরে বৈদনাথ সেতু নির্মাণ করে। সময়ের সঙ্গে সঙ্গে বেহাল হয়ে পড়ে ওই সেতু। দীর্ঘদিন ধরেই ভারী যানবাহন চলার অযোগ্য হয়ে রয়েছে ওই সেতু। কিন্তু ছোট যানবাহন চলছিল। এলাকার কয়েকজন বাসিন্দা বলেন, "বহু বার জানিয়েও কোনও লাভ হয়নি। আগে থেকে সংস্কার

করলে এমন সমস্যায় পড়তে হত না। এখন খুব অসুবিধের মধ্যে পড়তে হবে আমাদের।" বাসিন্দারা জানান, একটি ইট বোঝাই একটি পিকআপ ভ্যান সিতাই এলাকা হয়ে এই সেতুর ওপর দিয়ে রওনা হলে দুর্ঘটনা ঘটে। উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এই ব্যাপারে বলেন, তিনি দুর্ঘটনার খবর পেয়েছেন। খোঁজ নিয়ে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে।

নিউ কোচবিহার রেলওয়ে স্টেশনে নগদ টাকা সহ আটক যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আরপিএফের সাইবার ক্রাইম ও ডিজিটাল সার্ভিল্যান্স (CPDS) টিম এবং নিউ কোচবিহার জিআরপিএফ-এর স্পেশাল অপারেশন গ্রুপ (SOG) এর যৌথ অভিযানে নিউ কোচবিহার রেলস্টেশন থেকে এক যুবককে বিপুল পরিমাণ নগদ অর্থ সহ আটক করা হয়। ধৃত ওই যুবকের নাম নয়নজ্যোতি বড়া, বয়স ২২। ধৃত ওই যুবকের কাছ থেকে উদ্ধার হয় ১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৬০ টাকা। জানা গেছে, নয়নজ্যোতি বড়া এবং তার সঙ্গী দীপজ্যোতি একটি বেসরকারি সংস্থার অধীনে কাজ করতেন। তারা মূলত সংস্থার হয়ে আসাম রাজ্যের কামরূপ মেট্রো জেলার বিভিন্ন শপিংমল ও বড় ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে নগদ টাকা সংগ্রহ করে সেই টাকা ব্যাংকে জমা দিতেন। প্রতিদিন লক্ষাধিক টাকার লেনদেনে যুক্ত থাকতেন তারা। তবে সম্প্রতি ঘটে যায় বড়সড় প্রতারণা। গতকাল অর্থাৎ ২রা জুন সংগৃহীত টাকা অফিসে জমা না দিয়ে নয়নজ্যোতি এবং দীপজ্যোতি উধাও হয়ে যান। অভিযোগ অনুযায়ী, দীপজ্যোতি কামরূপ মেট্রো জেলায় প্রায় ৪২ লক্ষ টাকা একটি গোপন স্থানে লুকিয়ে রাখেন। অন্যদিকে তেজস এক্সপ্রেসে চড়ে নয়নজ্যোতি ১ লক্ষ ৯২ হাজার ১৬০ টাকা নিয়ে দিল্লির উদ্দেশ্যে রওনা দেন। কিন্তু নিউ কোচবিহার স্টেশনে গোপন সূত্রের ভিত্তিতে আরপিএফ ও জিআরপিএফ যৌথ অভিযান চালিয়ে তাকে আটক করে। জিজ্ঞাসাবাদে কর্তৃক পুরো ঘটনা সামনে আসে। পরে নির্দিষ্ট ধারায় নয়নজ্যোতির বিরুদ্ধে মামলা রুজু করে, তাকে আসাম পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। সূত্রের খবর অনুযায়ী, জানা যায় পালিয়ে থাকা দীপজ্যোতিকেও আসাম পুলিশ গ্রেফতার করতে সক্ষম হন। গোটা ঘটনার তদন্ত চলছে। এর পেছনে আরও কেউ জড়িত আছে কি না, তাও খতিয়ে দেখছে পুলিশ বলে জানা গিয়েছে।

বিশ্ব পরিবেশ দিবসে শহর দূষণ মুক্ত করার দাবি

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি, কোচবিহার চ্যাপ্টারের পক্ষ থেকে মহকুমা শাসকের অফিসে স্মারকলিপি প্রদান করা হল। ৫ জুন বৃহস্পতিবার ওই স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। উপস্থিত ছিলেন, ব্রেকথ্রু সায়েন্স সোসাইটি, কোচবিহার চ্যাপ্টারের পক্ষে অনুপ বর্মন, মৃগাঙ্ক সরকার সহ আরও অনেকে। সংগঠনের পক্ষে অনুপ বর্মন বলেন, "কোচবিহার শহরের নিকাশি ব্যবস্থার বেহাল দশা শহরবাসিকে নিদারুণ কষ্টের মধ্যে ফেলেছে। সামান্য বৃষ্টিতে কোচবিহার শহরের নিকাশি নালাগুলো ভরে যাওয়ায় জায়গায় জায়গায় দিনের পর দিন জল জমে থাকছে। জমা জলে রোগ জীবাণুর প্রাদুর্ভাব ও মশার ব্যাপক বংশবৃদ্ধি ও মশাবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে অনেকেই।" সেই সঙ্গে তিনি আরও বলেন, "শহরের বেশ কিছু দিঘি জঞ্জাল ও নোংরায় নষ্ট হয়ে যাচ্ছে। দিঘিগুলি পরিষ্কার ও দখল মুক্ত করে জেলা শহরের জীব বৈচিত্র্য সতেজ রাখার প্রয়োজন।" সংগঠনের পক্ষে আরও অভিযোগ করা হয়, পানীয় জলের অপ্রতুলতায় শহরের বিভিন্ন ওয়ার্ডের নাগরিকরা নাজেহাল হয়ে পড়েছে। বহু জায়গায় জলের কল সব সময় খোলা থাকছে, বন্ধ করার ব্যবস্থা নেই। পানীয় জলের অপচয় হচ্ছে। দিনের পর দিন নির্বিচারে কোচবিহার শহরের বেশ কিছু গাছ কেটে ফেলা হচ্ছে। এই সব বিষয় নিয়েই স্মারকলিপি দিয়েছে তারা।

চিন ও বাংলাদেশের পণ্য বয়কটের ডাক

দেবাশীষ চক্রবর্তী, কোচবিহার: 'চিন ও বাংলাদেশের সামগ্রী বিক্রি করবেন না'। ভারতীয় পতাকা হাতে নিয়ে কোচবিহারের ভবানীগঞ্জ বাজারে গিয়ে ব্যবসায়ীদের অনুরোধ জানালেন কিছু ব্যবসায়ী। কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে ব্যবসায়ীদের অবগত করা হয় যাতে তারা দোকানে চাইনিজ দ্রব্য এবং বাংলাদেশী পণ্য বিক্রি না করেন। এদিন এই কাজের জন্য ব্যবসায়ীদের দশ সদস্যের একটি দল অভিযানে নামে কোচবিহার শহরের ভবানীগঞ্জ বাজারে। বিভিন্ন সময় দেখা যায় যে কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে বেশ কিছু দোকানে বাংলাদেশী পণ্য চাইনিজ দ্রব্য বিক্রি করা হয়। ওই সমস্ত দোকানগুলিকে চিহ্নিত করেই ব্যবসায়ীদের দশ সদস্যের একটি দল সেই সমস্ত দোকানদারদের অনুরোধ করেন এসব পণ্য বিক্রি যাতে না করা হয়। ওই ব্যবসায়ীদের মধ্যে ছিলেন বিজেপির নেতা বলে পরিচিত পঙ্কজ বুচ্চা। তিনি বলেন, "কিছুদিন আগেই আমরা দেখেছি কীভাবে আমাদের দেশের উপরে আক্রমণের চেষ্টা হয়েছে। আমাদের দেশের বাজার অনেক বড়। চিন ও বাংলাদেশের প্রচুর পণ্য আমাদের দেশের বাজারে বিক্রি হয়। সেই লাভের টাকা আমাদের দেশের উপরে হামলার কাজে লাগায় তারা। তাই আমরা ওই পণ্য বয়কটের ডাক দিয়েছি"।

সীমান্তে সভা তৃণমূল সভাপতির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দিন কয়েক আগেই প্রশাসনিক বৈঠক থেকেই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তৃণমূলের কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিককে সীমান্ত এলাকায় নজরদারি রাখার নির্দেশ দিয়েছিলেন। সেই নির্দেশেই সীমান্তবর্তী শীতলকুচি এলাকায় গ্রামবাসীদের নিয়ে জনসংযোগ ও খুলি বৈঠক করল তৃণমূল কংগ্রেস। ২৬ মে সোমবার শীতলকুচির কার্যীবাড়ি ও গুলেনাওহাটিতে ছিল তৃণমূল কংগ্রেসের জনসংযোগ ও বৈঠক। সেখানে ছিলেন দলের জেলা তৃণমূল সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক ও চেয়ারম্যান গিরীন্দ্রনাথ বর্মন সহ শীতলকুচি ব্লকের নেতৃত্বরা। সীমান্তে কাঁটাতার লাগোয়া এলাকায় কৃষিকাজ করতে গিয়ে কিভাবে গ্রামবাসীদের নিরাপত্তাহীনতার মুখে পড়তে হয় সেই অভিযোগ সরাসরি শুনতেই খুলি বৈঠকে আলোচনা করেন তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃত্বরা। এদিনের এই বৈঠকে দেখা গেছে বাংলাদেশের দুষ্কৃতীদের হাতে অপহৃত হওয়া পশ্চিম শীতলকুচি গ্রামের কৃষক উকিল বর্মন ও তার স্ত্রী শোভা বর্মনকেও।

আনন্দধারা কর্মসূচিতে প্রশিক্ষণ বামনহাটে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: আনন্দধারা কর্মসূচিতে দক্ষতা বৃদ্ধি প্রশিক্ষণ হল কোচবিহারের দিনহাটার বামনহাটে। ২ জুন সোমবার বিকেল তিনটে নাগাদ বামনহাট-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের কনফারেন্স রুমে বিজ্ঞানভিত্তিক পশুপালন, কৃষিকাজ ও মৎস্য চাষ বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি হয়। WB CADC বলরামপুর কেন্দ্র এবং ধীসারি ফারমার্স প্রোডিউসার কোম্পানি লিমিটেডের যৌথ উদ্যোগে এই প্রশিক্ষণ কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয়। এদিন বামনহাট-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ৩০ জন মহিলা স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সদস্যা ওই কর্মশালায় অংশ নেন। শুধু বামনহাটেই নয়, বামনহাট-১ নং গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত দুর্গানগর এবং হোকদহ এলাকাতেও একই ধরনের প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালিত হচ্ছে। প্রতিটি কর্মশালায় তিনটি করে স্বনির্ভর দলের মোট ৩০ জন সদস্যাকে নিয়ে এই প্রশিক্ষণ শিবির আয়োজিত হচ্ছে।

দেহদান কর্মসূচি হল কোচবিহার এমজেএন মেডিক্যাল হাসপাতালে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মরণোত্তর অঙ্গদান সচেতনতা কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হল মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের এনাটমি বিভাগের উদ্যোগে। ২ জুন সোমবার ওই অনুষ্ঠান হয়। সেখানে উপস্থিত ছিলেন মেডিক্যাল কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল কুমার মন্ডল, হাসপাতালের এমএসভিপি সৌরদীপ রায়, মেডিকেল কলেজের এনাটমি বিভাগের প্রধান অনুপ শ্যামল সহ অন্যান্যরা। সোমবার কোচবিহার এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের একাডেমিক ক্যাম্পাসে হয় এই কর্মসূচি। এদিন ওই কর্মসূচিতে কয়েকজন মরণোত্তর দেহদান করা ব্যক্তিকে একটি কার্ড প্রদান করা হয়। যার উদ্দেশ্য, ব্যক্তির মৃত্যুর পর তার দেহদান যাতে সুস্থভাবে সম্পন্ন হয়। এ বিষয়ে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের অধ্যক্ষ বলেন, আমাদের মেডিক্যাল কলেজে একশো জনের উপরে উপরে মরণোত্তর দেহদান করেছেন। এদিন এই কর্মসূচিতে বেশ কয়েকজনকে একটি কার্ড প্রদান করা হলো। যার মাধ্যমে দেহদানে কোন সমস্যা তৈরি হবে না। এই কার্ডে একটি নাম্বার লেখা থাকবে। এতে যোগাযোগ করে এলে কাজটি দ্রুত এবং সুস্থভাবে সম্পন্ন হবে।"

বর্ষা শুরু হতেই নদী ভাঙ্গনের আতঙ্ক গ্রামে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বর্ষা এবারে খানিকটা আগে ঢুকে গিয়েছে। আর তার জেরে পাহাড় থেকে সমতলে টানা বৃষ্টিপাত চলছে। ফলে উত্তরবঙ্গের বিভিন্ন নদীগুলিতে জল বাড়ায় বর্ষা শুরু আগেই ফের নতুন করে নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। কোচবিহারের তুফানগঞ্জ-২ ব্লকের ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের পূর্ব-ফলিমারি এলাকায় নদী ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে। সংকোশ নদী ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েত ও ব্লক এমনকি জেলা থেকেও গোটা পূর্ব-ফলিমারি গ্রামকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে। গ্রামবাসীদের নদী ভাঙন প্রতিরোধে দীর্ঘ আন্দোলনের পরেও স্থায়ী বাঁধ নির্মাণ হয়নি এলাকায়। গত কয়েকদিনে পাহাড়ে টানা বৃষ্টিতে জল বেড়েছিল পাহাড়ি নদী সংকোশে যার ফলে ফের নতুন করে দেড় কিলোমিটার ভাঙ্গন দেখা দিয়েছে এলাকায়। স্থায়ী বাঁধের দাবিতে মঙ্গলবার প্লাকার্ড হাতে বিক্ষোভ দেখান এলাকার বাসিন্দারা। ওই এলাকায় সংকোশ নদী ভাঙ্গন সমস্যা দীর্ঘদিনের। এর আগে নদীগর্ভে তলিয়ে গিয়েছে বহু ভিটেমাটি। কৃষি জমি নদী গর্ভে বিলীন হয়ে গিয়েছে। সংকোশ নদী যেভাবে ক্রমশ বসতির দিকে এগিয়ে আসছে, তাতে গ্রামের বাকি বসতভিটেটুকুও নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। স্থানীয় কয়েজন বাসিন্দা বলে, "নদী ভাঙ্গন সমস্যায় স্থানীয় গ্রাম পঞ্চায়েত দফতর থেকে শুরু বিডিও অফিস এমন কি সেচ দফতরে জানিয়েও। কোনও লাভ হয়নি। ভাঙ্গনের ফলে গ্রামে যাতায়াতের একমাত্র রাস্তাটুকুও নদীগর্ভে বিলীন হওয়ার পথে।" ওই এলাকায় প্রায় তিন হাজার মানুষের বসবাস। বর্ষা শুরু হতেই নতুন করে দেড় কিলোমিটার ভাঙ্গন দেখা দেওয়ায় ভিটেমাটি হারানোর আশঙ্কায় রাতের ঘুম উড়েছে বহু পরিবারের। যদিও ভাঙ্গন রোধের দ্রুত আশ্বাস দিয়েছেন ফলিমারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অনিতা রায়। তিনি বলেন, "বিষয়টি নিয়ে আমরা বিডিও, সেচ দপ্তরে জানিয়েছি। দ্রুত সমস্যার সমাধান হবে বলে আশা করছি।" তুফানগঞ্জ মহকুমা সেচ দপ্তরের আধিকারিক সৌরভ সেন বলেন, "স্থায়ী বাঁধের জন্য ইতিমধ্যেই প্রকল্প তৈরি করে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে পাঠানো হয়েছে। অনুমোদন পেলে বর্ষার আগেই দ্রুত কাজ শুরু হবে।" তুফানগঞ্জ-২ নম্বর ব্লকের বিডিও দালাকি লামা বলেন, "বিষয়টি উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে।"

রাবার চাষে সাফল্য পেল কোচবিহারের কৃষক শ্রীবাস

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহারে রাবার চাষে সাফল্য, লাভের মুখ দেখছেন নাটাবাড়ির কৃষক শ্রীবাস দত্ত। রাবার গাছের বৈজ্ঞানিক নাম Hevea brasiliensis। এতদিন ভারতের মূলত কেরল, আসাম ও ত্রিপুরা রাজ্যেই দেখা যেত। তবে এবার পশ্চিমবঙ্গের কোচবিহার জেলাতেও শুরু হয়েছে রাবার চাষ, যা কৃষি অর্থনীতির জন্য এক নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে। নাটাবাড়ির বাসিন্দা কৃষক শ্রীবাস দত্ত এই রাবার চাষের উদ্যোগে প্রথম সাড়া ফেলেছেন। সাত বছর আগে তিনি আসামের গোহাটিতে গিয়ে রাবার চাষের পদ্ধতি প্রত্যক্ষ করেন। এরপর সেখান থেকে ফিরে এসে নিজের কুড়ি বিঘে জমিতে রাবার গাছ রোপণ করেন। বর্তমানে তার জমিতে প্রায় ১৫০০ টি রাবার গাছ রয়েছে। যেগুলোর বয়স বর্তমানে সাত বছর পূর্ণ করেছে সেই গাছ থেকে রাবার সংগ্রহের উপযুক্ত সময় বলে জানান কৃষক শ্রীবাস। কৃষক শ্রীবাস জানান, রাবার সংগ্রহের প্রক্রিয়া অত্যন্ত নিয়মতান্ত্রিক। গাছের ছাল থেকে ট্যাপিং করে সংগ্রহ করা হয় সাদা দুধের মতো এক প্রকার আঠা, যাকে বলে ল্যাটেক্স (latex)। এরপর এই আঠায় মেশানো হয় অ্যাসিড, যা পনিরের মতো জমাট বাঁধে। এরপর এই জমাট আঠা মেশিনে চাপিয়ে তৈরি করা হয় রাবার শীট। জানা যায় এই রাবার ব্যবহার হয় টায়ার, আসবাবপত্র সহ নানা শিল্পজাত পণ্যে। বর্তমানে এই রাবারের বাজার মূল্য প্রতি কেজি ১৮০ টাকা। মূলত রাবার সংগ্রহ করা যায় বছরের ৯ মাস, সাধারণত এপ্রিল থেকে ডিসেম্বর মাস পর্যন্ত। জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত গাছগুলোকে রাখা হয় বিশ্রামে, যাতে পুনরায় উৎপাদনের শক্তি ফিরে পায়। তবে এই উদ্যোগের এক বড় চ্যালেঞ্জ হলো দক্ষ শ্রমিকের অভাব। শ্রীবাস দত্ত জানান, পশ্চিমবঙ্গে এই বিষয়ে অভিজ্ঞ শ্রমিক পাওয়া দুষ্কর, তাই আসাম থেকে শ্রমিক নিয়ে আসতে হয়েছে। রাবার চাষ পশ্চিমবঙ্গে কতটা সম্ভাবনাময় তা শ্রীবাস দত্তের এই উদ্যোগ থেকেই স্পষ্ট। যদি আরও কৃষক এই পথে হাঁটেন, তবে রাজ্যের কৃষি অর্থনীতিতে এক নতুন দিগন্ত খুলে যেতে পারে।

তেরঙ্গা মিছিল হল মাথাভাঙ্গায়

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: পহেলগামের নিহতদের শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে তেরঙ্গা মিছিল অনুষ্ঠিত হল কোচবিহারের মাথাভাঙ্গায়। ৪ জুন বুধবার তেরঙ্গা মিছিলের ডাক দিয়েছিল মাথাভাঙ্গা শহর নাগরিক মঞ্চ। এদিন সকালে প্রথমে মাথাভাঙ্গা মেলার মাঠে জমায়েত হতে শুরু করেন সংগঠনের সদস্যরা। প্রচুর সাধারণ মানুষও যোগ দেন। মেলার মাঠ থেকে তেরঙ্গা মিছিলটি শুরু হয়। পুরো মাথাভাঙ্গা শহর পরিক্রমা করে পচাগড়ে আজাদ হিন্দ সংঘের মাঠে গিয়ে শেষ করে। ওই তেরঙ্গা মিছিলে সকলকে হাতে জাতীয় পতাকা নিয়ে অংশগ্রহণ করতে দেখা গিয়েছে। ওই কর্মসূচি বিষয়ে সংগঠনের তরফে মানিক বর্মণ বলেন, "পহেলগামের পাকিস্তানি সন্ত্রাসবাদীদের হামলায় ২৬ জন ভারতীয় পর্যটক নিহত হয়েছেন। পরবর্তীতে শহিদ হয়েছেন ভারতের বেশ কয়েকজন সেনা জওয়ানও। তাদের শ্রদ্ধা ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতেই মিছিলের আয়োজন করা হয়।"

বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ সাহেবগঞ্জে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: দীর্ঘদিন ধরে রাস্তা বেহাল, সেই বেহাল রাস্তার সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করে বিক্ষোভ দেখাল স্থানীয় বাসিন্দারা। ২ জুন সোমবার দিনহাটার সাহেবগঞ্জ রোডের আমবাড়ি সংলগ্ন এলাকায় ওই অবরোধ হয়। অবরোধের জেরে আমবাড়ি, বালিকা, নিগমনগর, সাহেবগঞ্জ এবং বামনহাট এলাকার বাসিন্দাদের চরম ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে। স্থানীয়দের অভিযোগ, সাহেবগঞ্জ রোডের আমবাড়ি সংলগ্ন নতুন এগ্রিকালচার অফিসের বিপরীত দিকের একটি রাস্তার বেহাল অবস্থায় দীর্ঘদিন ধরে পরে রয়েছে। রাস্তাটি সংস্কারের দাবিতে স্থানীয় প্রশাসনকে বারবার জানিয়েও কোনো সুরাহা হয়নি। তাঁদের দাবি, অসুস্থ রোগীদের জন্য অ্যাম্বুলেন্সের মতো জরুরি পরিষেবাও এই রাস্তা দিয়ে চলাচল করতে পারে না। তাই বাধ্য হয়ে আজ আমরা পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। এদিন অবরোধকারীরা জানিয়েছেন, দীর্ঘদিন ধরে এই রাস্তা দিয়ে আমরা যাতায়াত করতে পারছি না। কারণ সামান্য বৃষ্টি হলেই সারা রাস্তা কাঁদাময় হয়ে যায়। স্থানীয় পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত প্রধানের কাছে বারবার গেলে শুধু আশ্বাস আর আশ্বাস। কাজের কাজ কিছু হয় না। এলাকায় যদি কোন প্রসুতি মা অসুস্থ হয় তাহলে একটা অ্যাম্বুলেন্স যাতায়াত করতে পারে না। তাই আমরা বাধ্য হয়ে এই পথ অবরোধ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি।

নিশীথের খাসতালুকে প্রচারে মহিলা তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে মহিলাদের দলের প্রতি আকর্ষণ বাড়াতে কোমর বেঁধে নেমে পড়ল তৃণমূল। আর তৃণমূলের প্রথম লক্ষ্য হল বিজেপির প্রাক্তন প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের খাসতালুক কোচবিহারের দিনহাটার ভেটাগুড়ি। ৩ জুন মঙ্গলবার ভেটাগুড়িতে বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিকের বাড়ির কাছে গ্রামের মহিলাদের লিফলেট বিলি করে তৃণমূল। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের কোচবিহার জেলা সভানেত্রী সুচিস্মিতা দেব শর্মা। সভানেত্রী জানান, রাজ্য কমিটির নির্দেশে কোচবিহারের মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের "তোমার ঠিকানা উন্নয়নের নিশানা" এই কর্মসূচি শুরু হয়েছে। ১৬ মে থেকে শুরু হওয়া এই কর্মসূচি চলবে ৩১ জুন পর্যন্ত। সোমবার দিনহাটার ভেটাগুড়িতে মহিলা তৃণমূল কংগ্রেসের এই কর্মসূচি। মহিলা তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীরা বাড়ি বাড়ি গিয়ে লিফলেট তুলে দেন ও মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কি উন্নয়ন করেছেন তা নিয়ে আলোচনা করা হয়। বিশেষ করে বাংলার মহিলাদের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় কি কি প্রকল্প চালু করেছেন তা উল্লেখ করা হয়েছে এই লিফলেটে।

কোচবিহার বিজেপির শক্ত ঘাঁটি বলেই পরিচিত। যদিও এবারের লোকসভায় বিজেপির কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী নিশীথ প্রামাণিককে হারিয়ে লোকসভা নির্বাচনে জয়ী হয়েছেন তৃণমূলের জগদীশ চন্দ্র বর্মা বসুনিয়া। এরপর থেকে সেভাবে রাজনৈতিক কর্মসূচিতে দেখা পাওয়া যায় না বিজেপির প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর। বিধানসভা নির্বাচনের আগে তৃণমূল কংগ্রেসের টার্গেট নিশীথ প্রামাণিকের বুথ ভেটাগুড়ি। বিজেপির অবশ্য দাবি, নিশীথ ময়দানে নামলে তৃণমূলকে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

ট্রেনে কেটে মৃত্যু এক ব্যক্তির

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ট্রেনে কেটে মৃত্যু হল এক ব্যক্তির। ৪ জুন বুধবার ঘটনাটি ঘটে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গার হাজরাহাট ২ গ্রাম পঞ্চায়েতের ভাঙ্গামোড় সংলগ্ন এলাকায়। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত ব্যক্তির নাম মহেশ চন্দ্র বর্মণ (৪৫)। তার বাড়ি নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের চোঙ্গারখাতা খাগড়িবাড়ি এলাকায়। এদিকে ট্রেনে কাটা পড়ে মৃত্যুর খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ ও রেল পুলিশও। পরে পুলিশ দেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য মাথাভাঙ্গা মর্গে নিয়ে যায়। মৃতের পরিবারের সদস্যরা জানান, মৃত ব্যক্তি হাজরাহাট বাজার এলাকায় বিয়ে করেন। তারপর থেকে স্ত্রীকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতেই থাকতেন তিনি। মানসিক অবসাদেও ভুগছিলেন। প্রাথমিকভাবে রেল পুলিশের ধারণা, ওই ব্যক্তি আত্মহত্যা করেছে।

বাসিন্দাদের অনুরোধে কাঁদামাখা রাস্তায় হাঁটলেন উদয়ন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাস্তা দিয়ে হাঁটা দায়। কারণ গোটা রাস্তা বৃষ্টিতে কাঁদায় পরিণত হয়েছে। উপায় না থাকায় সেই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন হাঁটতে হয় বাসিন্দাদের। বারবার পঞ্চায়েত প্রধানকে জানিয়েও রাস্তার হাল ফেরাতে পারেনি কেউ। অবশেষে মন্ত্রীকে কাছে বাসিন্দারা অনুরোধ করলেন, 'একবার এই রাস্তা হেঁটে দেখুন'। মন্ত্রীও ফেললেন না অনুরোধ। কোচবিহারের দিনহাটার বুড়িরহাটে মহিলাদের অনুরোধে কাঁদামাখা রাস্তায় হাঁটলেন উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ। ৫ জুন বুধবার বিকেলে বুড়িরহাট ১ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের কুকুরকচুয়া গ্রামে বেহাল রাস্তা নিয়ে সরব হন স্থানীয় মহিলারা। মন্ত্রী উদয়ন গুহ জনসংযোগ কর্মসূচিতে এলাকায় এলে তাঁরা দীর্ঘদিনের অবহেলিত কাদামাখা রাস্তার বেহাল দশা দেখাতে মন্ত্রীকে সেটি হেঁটে পার হওয়ার অনুরোধ করেন। স্থানীয়দের অভিযোগ, এই গ্রামীণ রাস্তাটি বছরের পর বছর ধরে সংস্কারবিহীন অবস্থায় পড়ে রয়েছে। বর্ষাকালে কাদা জমে রাস্তা দিয়ে চলাচল প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে, যা তাদের দৈনন্দিন জীবনকে করে তোলে দুর্বিসহ। মন্ত্রীকে কাছে পেয়ে তাঁরা সমস্যার কথা সরাসরি তুলে ধরেন এবং রাস্তা সংস্কারের জোর দাবি জানান।

এদিনের ঘটনা প্রসঙ্গে তৃণমূলের দিনহাটা ২ নম্বর ব্লক সহ-সভাপতি আব্দুল সাত্তার বলেন, "গ্রামীণ রাস্তাগুলির অবস্থা শোচনীয়। মন্ত্রী মহোদয় তাঁর সাধ্য অনুযায়ী সংস্কারের চেষ্টা করছেন।" ঘটনার পরই মন্ত্রী জেলা পরিষদ কর্তৃপক্ষকে ফোন করে রাস্তা মেরামতের নির্দেশ দেন। আগামীকাল নিজে জেলা পরিষদ অফিসে গিয়ে বিষয়টি তদারকিরও আশ্বাস দেন তিনি।

সম্পাদকীয়

জুনে ছুটি প্রয়োজন

তীব্র গরমে হাঁসফাঁস উত্তরবঙ্গে। স্কুলে গিয়ে একের পর এক পড়ুয়া অসুস্থ হয়ে পড়েছে। সঙ্গত কারণেই সরকারি স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি নিয়ে উঠতে শুরু করেছে বিস্তর প্রশ্ন। যা ওঠা খুবই স্বাভাবিক। এবারে রাজ্য সরকার গরমের ছুটি ঘোষণা করে মে মাসে। সে সময় উত্তরবঙ্গ জুড়ে এক মনোরম আবহাওয়া। টানা বৃষ্টি। রৌদ্রের তেজ নেই। কোনও কোনও দিন তাপমাত্রা এতটাই নেমে গিয়েছে যে বৈদ্যুতিক পাখাও বন্ধ রাখতে হয়েছে। স্কুল খুলেছে ২ জুন। আর জুনের প্রথম সপ্তাহ থেকেই তাপমাত্রা বাড়তে শুরু করে উত্তরবঙ্গে। এখন গরমের তীব্রতা এতটাই যে প্রয়োজনীয় কাজ ছাড়া কাউকে বাইরে না বেরোনোর পরামর্শ দিচ্ছেন চিকিৎসকরা। স্বাভাবিক ভাবেই শিশু পড়ুয়াদের যে শারীরিক সমস্যা হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না। বাধ্য হয়ে স্কুলগুলিতে প্রথম জল খাওয়ার ঘন্টা চালু করা হয়। এরপর একাধিক জেলা শিক্ষা সংসদের পক্ষ থেকে সকালে স্কুলে চালানোর অনুমতি চেয়ে পর্ষদে চিঠি পাঠানো হয়েছে। তার মধ্যেই স্কুলগুলি দু'দিন জন্য ছাত্রছাত্রীদের ছুটি ঘোষণা করেছেন শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু। প্রত্যেক বছর জুন-জুলাই মাসেই গরমের তীব্রতা বাড়ে উত্তরবঙ্গে। সেক্ষেত্রে দুই-একদিনের বদলে গরমের ছুটি নিয়ে স্থায়ী সিদ্ধান্তে আসা প্রয়োজন। উত্তরবঙ্গে মে মাসের বদলে জুন মাসে গরমের ছুটি দেওয়া প্রয়োজন।

টিম পূর্বোত্তর

সম্পাদক	ঃ সন্দীপন পণ্ডিত
কার্যকারী সম্পাদক	ঃ দেবাশীষ চক্রবর্তী
সহ-সম্পাদক	ঃ কঙ্কনা বালো মজুমদার, বর্ণালী দে
ডিজাইনার	ঃ ভজন সূত্রধর
বিজ্ঞাপন আধিকারিক	ঃ রাকেশ রায়
জনসংযোগ আধিকারিক	ঃ মিঠুন রায়

গল্প

অনুভূতির প্রতিলিখন

... সুজন ডাকুয়া

পর্ব- ১

যাকে বলে 'লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট'। আমার ঠিক তা-ই হল। প্রথম দেখাতেই অদিতির প্রেমে পড়লাম। অদিতি গ্রামের মেয়ে। আমিও অবশ্য গ্রামে বড়ো হয়ে উঠেছি। সদ্য বাসাবদল ঘটেছে শহরে। কোনো এক শীতের রাতে মাসির মেয়ের বিয়েতে যোগ দিতে গিয়েছিলাম। সেখানেই প্রথম দেখা তার সাথে। চোখ ফেরাতেই পারিনি অনেকক্ষণ। সে-ও আমার দিকে তাকিয়েছিল কৌতূহলভরে। এরপর সুযোগ পেলেই বারবার ফিরে ফিরে দেখা। তবুও দুর্বার আকাঙ্ক্ষা পুনরায় দেখার জন্য। শেষে দুজনেই দুজনের প্রেমে পড়লাম। কেমন করে কেটে গেল দু'দুটো বছর। অদিতির কিছু মিষ্টি আবদার, সম্মুখে আসার প্রতিশ্রুতি, ভবিষ্যৎ ঘর বাঁধার স্বপ্ন এসব নিয়েই বেশ চলছিল আমাদের জীবন। ফোনে কথা বলা আর এসএমএস-এর বন্যায় ভাসলাম দুজনেই। কিন্তু একদিন হঠাৎ আমি আবিষ্কার করলাম যে অদিতির প্রতি আমার আর আকর্ষণবোধ নেই। আমার সাথে তাকে ঠিক মানায় না যেন। আমাকে বেশী করে আঁকড়ে ধরতে চাইল অদিতি। আমার মনে হল আদিখ্যেতা। বিরক্তিবোধ চরমে পৌঁছালো আমার। সিদ্ধান্ত নিলাম এই সম্পর্কের ইতি টানতে। এক শীতের বিকেলে দুজনে দেখা করলাম। এক ফাঁকা মাঠে কদম গাছের নীচে। ফুরফুরে শীতল হাওয়া বইছে। মন হু হু করা বাতাস। কুয়াশাটা ক্রমে গাঢ় থেকে গাঢ়তর হয়ে আসছে। মর্মকথা দুজনেরই জানা ছিল। তবু কিছুক্ষণ নীরবতার পর আমি উচ্চারণ করলাম, "দেখো অদিতি, আমার মনে হয়......" এরপর আর বলতে হলো না। নীরবতাকে সঙ্গী করে অদিতি ঘরের পথ ধরল। কিছুক্ষ নির্বাক তার দিকে তাকিয়ে থেকে ফেরার পথ ধরলাম আমিও। হৃদয়ের বোঝাটা বাড়লো না কমলো কিছু বুঝতে পারলাম না। কোথা থেকে ভেসে আসছে ফরিদা খানুমের কণ্ঠ, 'আজ জানে কি জিদ না করো'।

পর্ব-২

সেই যে সেদিন অদিতিকে শেষকথা বলে ঘরে ফিরলাম, তারপর আর কোনো খবর রাখিনি তার। পিছুটান ছিল, তবু গভীরে যাওয়া হয়নি। স্বার্থ ও শর্ত যেখানে জড়িয়ে থাকে ভালোবাসা সেখানে কষ্ট-কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়। মনে অপরাধবোধ উঁকি দিলেও গড্ডলিকা প্রবাহে গা ভাসিয়ে নিজেকে বেশ সামলে নিতাম। এমন ঘটনা তো আকছার কত ঘটছে, অনুরাগের কষ্ট কখনো অনুতাপে পর্যবসিত হয়নি। বেশ কেটে যাচ্ছিল দিনগুলো। ভাবনার অতল সমুদ্রে ডুব না দিলেও বৃষ্টিফোঁটায় গা ভেজেনি এমনটাও নয়। তবে স্মৃতি ক্রমে বিস্মৃতি...... নাহ তা আর সম্ভব হল না। শুনতে পেলাম অদিতির আজ বিয়ে। অদিতির মুখের আদল আর চোখের ভাষাকে কল্পনায় উপলব্ধির চেষ্টা করলাম। শেষ পর্যন্ত ডুব দিতেই হল। জীবনে নিস্তড়িৎ থাকাটা মোটেও ভালো লক্ষণ নয়। কিন্তু পুরোপুরি ধনাত্মককে অথবা পুরোপুরি ঋণাত্মককে উপলব্ধির জন্য মাঝে মাঝে নিস্তড়িৎ হওয়া খুব প্রয়োজন। নিস্তড়িৎ খাতেই আমি আজীবন প্রবাহিত হয়েছি। অদিতির বিবাহ-ব্যাপারটাকে তাই সহজেই মেনে নিলাম। চোখের পাতা ভিজলো কি না জানি না, ডায়েরির পাতায় দু'ছত্র লিখে ফেললাম- "আজ সারারাত তোমায় শুধু ভাববো জন্ম নেবে হয়তো নতুন কাব্য ।"

পর্ব - ৩

বহুদিন হয়ে গেল, অদিতিকে চোখে দেখিনি। অথচ ইদানীং ভীষণ ভাবে তাকে অনুভব করি। একদিন যাকে উপেক্ষা করে চলে এসেছিলাম, যার নাম উচ্চারণে একদিন অভিব্যক্তিতে বিরক্তি স্পষ্ট হয়ে উঠতো; অদৃশ্য ও নৈঃশব্দের মধ্য থেকে সে কেমন করে আজ হৃদয়ে সাড়া জাগালো? আচ্ছা, এমনটাও কি হয়? স্কুলের গন্ডি পেরিয়ে সদ্য ভর্তি হয়েছি কলেজে। সাহিত্যের ছাত্র। শেক্সপিয়রের সনেট, অদিতির প্রেম, সব মিলে কেমন একটা রোমান্টিক ব্যাপার। শেষ পর্যন্ত আমাকে ডায়েরিতে কবিতার আঁকিবুঁকি কাটতেই হলো। শুধু প্রেম আর রোমান্স, অল্প বয়সের যা ধর্ম। অদিতিকে বেশ কয়েক বার ফোনে কবিতা পাঠ করে শুনিয়েছি। কিন্তু যাকে ভেবে এত কাব্যিক আয়োজন, ওপাশ থেকে তার তেমন আগ্রহ ও অভিব্যক্তি কিছুই পাওয়া যেত না। "কেমন লাগলো আমার কবিতা?" "ভালো" "শুধুই ভালো, আর কিছু নয়?" "ধুর আমি কবিতা বুঝি না।" বুঝিতাম আমার প্রচেষ্টা বিফল হইয়াছে। আমার কবিতা প্রেমিকার এক কর্ণে প্রবেশ করিয়া অপর কর্ণ দিয়া বাহির হইয়া গিয়াছে। মরমে পশিতে পারে নাই। আর 'মরমে পশিতে পারে নাই' বলে আমি মর্মবেদনায় জ্বলে মরতাম। ভীষণ জেদ হলো যেমন করেই হোক তাকে বোঝাতেই হবে কবিতার অনুরাগী না হলে প্রেমকে ঠিক উপলব্ধি করা যায় না। অন্তত তখন আমার তা-ই মনে হতো। কিন্তু কীভাবে তাকে বোঝাবো? আগেই বলেছি, অদিতি নিতান্তই গ্রাম্য মেয়ে। বাবা মা ও ছোটো বোনকে নিয়ে আটপৌরে সংসার। বাড়ির অল্প দূরেই শহরমুখী পাকা রাস্তা থাকলেও, একবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেও তাদের মননে যেন আধুনিকতার ছাপ নেই। আধুনিক সভ্যতার সমস্ত সুবিধা গ্রহণ করেও যে এভাবে নির্বিকার থাকা যায়, বহু গ্রাম্য পরিবার আজও তার দৃষ্টান্ত বহন করে চলেছে। অদিতি তেমনই এক পরিবারের সদস্য। আমিও গ্রামে বড়ো হয়ে উঠেছি। পড়াশোনার খাতিরে শহরের যথেষ্ট ভূমিকা থাকায় জীবন সম্পর্কে একটা মিশ্র ধারণা কাজ করতো। অপরদিকে অদিতির তেমন পড়াশোনার বালাই ছিল না। সে ছিল প্রাণ প্রাচুর্যে ভরপুর। অনেক ভেবে একটা সমাধান বের করলাম। একদিন পাশে বসিয়ে অদিতিকে কবিতা পাঠ করে শোনালে কেমন হয়? আর কবিতা পাঠের স্থানটাও যদি হয় মনোরম, তাহলে তো আরো বেশ হয়। আমার আকুল অভিব্যক্তি দেখে কি তার বুকের মধ্যে দুরুদুরু ঢিবঢিব ভাবটা চলে আসবে না! মনে মনে স্থানটাও নির্বাচন করে ফেললাম। অদিতিদের বাড়ির পূর্বদিকে উত্তর-দক্ষিণ শহরমুখী পাকা রাস্তাটা চলে গেছে। বাড়ির পশ্চিমে বিশাল মাঠ। মূলত ধান চাষই বেশি হয় জমিগুলোতে। ফসল পরিবহণের জন্য মাঠের মাঝে একখানি কাঁচা রাস্তা, অদিতিদের বাড়ির বেশ কাছেই। পাকা রাস্তার সমান্তরালে অনেক দূর পর্যন্ত প্রসারিত। পূর্ব ও পশ্চিমমুখী একটা চওড়া আলপথ পাকা ও কাঁচা রাস্তা দুটোকে সংযুক্ত করেছে। এই আলপথ ধরেই পাকা রাস্তা থেকে কাঁচা রাস্তায় আমাকে কয়েক বার যেতে হয়েছে। কাঁচা রাস্তার দুই পাশে সারিবদ্ধ গাছ মাথা উঁচিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। মূলত কদম ও গামার গাছের আধিক্যই চোখে পড়ে। রাস্তার পাশেই একটা জায়গায় কয়েকটা কদম গাছের নীচে একখানি ছোট্ট পুকুর। আমার ভীষণ প্রিয় এই স্থান। জায়গাটা প্রায়শই নির্জনই থাকে, শুধু ফসল তোলার মরশুমে কৃষক ও তাদের গৃহিণীতে জায়গাটা মুখরিত হয়ে ওঠে। পূর্বে বার কয়েক এখানেই অদিতি আর আমি সাক্ষাৎ করেছি। রাতে ফোন করে জানিয়ে দিলাম অদিতিকে। ওর ব্যক্তিগত সেলফোন নেই, তাই খুব সতর্কতার সাথে যোগাযোগ রাখতে হয়। অদিতি পুকুর পাড়ে আমার কবিতা শোনার সম্মতি জানালো। জানি তার কবিতায় আগ্রহ নেই, আগ্রহ তার সাক্ষাতে। "কাল আসছো তো?" "হ্যাঁ যাবো, কিন্তু বেশি বকবক শুনতে পারবো না।" বুঝলাম আমার কবিতা পাঠ ওর একদম ভাল্লাগে না। কথা না বাড়িয়ে বললাম, "ঠিক আছে"। ঘুমোতে যাবার আগে শেষবার মোবাইলটা হাতে নিলাম। অদিতির মেসেজ, "কখন যাবো"। লিখে দিলাম "আমি সময় মতো জানিয়ে দেবো, গুড নাইট"।

পর্ব- ৪

পরদিন বিকেল হতেই আমি উত্তেজনায় টগবগ করে ফুটতে শুরু করলাম। ডায়েরির কয়েকটা পৃষ্ঠা পুরে নিলাম পকেটে। আসলে গতরাতে আমি তেমন ঘুমোতে পারিনি। ইচ্ছে করেই অদিতির সাথে ফোনালাপ বন্ধ করেছিলাম। মাঝরাতে কাব্যচর্চা করেছি। ঠিক কীভাবে লিখলে, কীভাবে পাঠ করলে অদিতি কবিতার মর্ম বুঝতে পারবে; বুঝতে পারবে এতদিন আমার কবিতাকে উপেক্ষা করে সে কী ভুলটাই না করেছে, যে করে হোক তাকে এই উপলব্ধির দোঁরগোড়ায় নিয়ে আসতেই হবে। সাত কিমি পথ অতিক্রম করে আসতে হবে পুকুর পাড়ে। আমার বাড়ি থেকে অদিতির বাড়ির দূরত্ব সাত কিমি। আমার সম্বল সদ্য কেনা একখানা বাই-সাইকেল। শুনেছি প্রেমে পড়ে সাত সমুদ্রও নাকি পেরোতে হয়, সেখানে সাত কিমি একটা নগণ্য ব্যাপার। অদিতিকে জানিয়ে দিয়েছি পৌঁছানোর আনুমানিক সময়। বিরহানলে তাকে যাতে বেশিক্ষণ পুড়ে মরতে না হয়, সেজন্য সাইকেলের প্যাডেল অবিরত আমার পদাঘাত সহ্য করতে লাগলো। সাইকেলের চাকাকে টেক্কা দিয়ে আমার মন দৌঁড়ে ছুটে যাচ্ছিল পুকুর পাড়ে। মনে হতে লাগলো কেউ যেন বসে বসে গাইছে, 'সহেনা যাতনা দিবস গনিয়া গনিয়া বিরলে...'

অবশেষে প্রতীক্ষার অবসান হলো। পৌঁছে গেলাম মিলনকুঞ্জে। মিলন কুঞ্জই বলতে হয়, সারবাঁধা বৃক্ষরাজি, সবুজ মাঠ, সরোবর (ভাবতেই পারি), সরোবরে সাঁতার-উন্মত্ত পাতিহাঁস (একেও না হয় রাজহংস ভেবে নিলাম)। দুটো কৌতূহলী চোখ পথের পানে চেয়ে দেখছিল। আমাকে দেখেই অদিতির চোখেমুখে একটা খুশির ঝিলিক, কিছুটা লাজুকতা মেশানো। খুশি তখন আমারও চোখেমুখে, অন্তরের গহীনে। অদিতির মস্ত বড়ো সুবিধা হলো পোষা পাতিহাঁসগুলো। সেগুলোর দেখভালের ভার তার উপরই বর্তেছে। আর হাঁসগুলোর ক্রীড়াস্থল হলো এই সরোবর, ক্রমে সেটা যে আমাদেরও ক্রীড়াস্থল হয়ে উঠবে কে জানতো। একটা গাছে সাইকেলখানা হেলান দিয়ে রেখে অদিতির কাছে যেতেই খিলখিল করে হেসে উঠলো সে। বুঝলাম অদিতির লাজুক ভাবটা কেটে গেছে, কিন্তু আমার তখনও কাটেনি। বরং তার হাসিটাকে উপহাস ভেবে আরও মুষড়ে পড়লাম আমি। অদিতি সমানে হেসেই চলেছে। অবস্থাটা কাটিয়ে ওঠার জন্য একটু জোর দিয়ে বলে ফেললাম, "কী হলো এত হাসছো কেন ?" আগুনে যেন ঘি পড়লো। নির্জনতার সুযোগ নিয়ে অদিতি এবার উচ্চৈঃস্বরে হাসতে শুরু করলো। অট্টহাসি আর কি! ততক্ষণে আমি চুপসে গেছি। একচোট হাসার পর অদিতি বললো, "আচ্ছা তুমি কি পুকুরে ডুব দিয়ে এলে ?" আসার পথে পুকুর অনেক পেয়েছি, কিন্তু ডুব তো দিইনি। অবাক হয়ে বললাম, "কেন ?" "নিজেকে দেখে নাও একবার ভালো করে !" নিজের দিকে তাকিয়ে তখন আমারই হাসি পেতে লাগলো। পুরো টি-শার্টটা ঘামে একদম ভিজে গেছে। একটু সুগন্ধি ব্যবহার করেছিলাম তাই রক্ষে। নয়তো প্রেমিকা 'পলায়ন করিত'। নাক ও চিবুক বেয়ে গড়িয়ে পড়ছে ফোঁটা ফোঁটা ঘাম। নিজেকে দেখে নিজেরই করুণা হতে লাগলো। আহা রে কত সাধের অভিসার। যাই হোক আবার কিছুক্ষণ দুজনে হেসে নিলাম। তারপর শুরু হলো মান-অভিমান, অভিযোগ, ভালোলাগা, মুগ্ধ-চাহনির পর্ব। কত কথা যে হলো, হৃদয়ে জমে থাকা সব কথা। আমার কবিতাও সে মন দিয়ে শুনলো। কবিতার মর্মকথা হয়তো বুঝেছে, হয়তো বোঝেনি। হয়তো বা আমিই বোঝাতে পারিনি কিছুই। কিন্তু আমাকে সে যে গভীরভাবে ভালোবেসেছে এইটুকু আমি বুঝে গেছি। আরো একটা ব্যাপার আমার বুঝতে পারা উচিত ছিল; যেটা সেদিন বুঝতে পারিনি, আজ বুঝি। অদিতি মনে মনে 'খেলাঘর বাঁধতে লেগেছি'ল। সেদিন আমি যতটা রোমান্সে গা ভাসিয়েছিলাম, ঠিক ততটাই হিসেব কষতে বসেছিল অদিতি। তাই একসময় দুজনের সুর গিয়েছিল কেটে। আমার রোমান্সে যতই বাঁধা পড়ছিল, ততই তার প্রতি আমার উপেক্ষা হয়েছে প্রবল। একদিন উপেক্ষা করে পালিয়ে নিজেকে সান্ত্বনা দিয়েছি আমার পাশে তাকে ঠিক মানায় না। শেষ করেছিলাম জীবনের একটা অধ্যায় । সময়ের স্রোতে গা ভাসিয়ে বলেছি, এই বেশ আছি। আজ জেনে গেছি সেদিনের সেই ক্ষুদ্র অধ্যায় ছিল আমার জীবনের মহাকাব্য ।

"কাছে থেকে দূরে যারা" গ্রন্থের আনুষ্ঠানিক প্রকাশ

পার্থ নিয়োগী, কোচবিহার: গত ১ জুন শিবযজ্ঞ রোড বয়েজ ক্লাবের উদ্যোগে আয়োজিত এক হৃদয়গ্রাহী অনুষ্ঠানে প্রকাশিত হল নীহার কুমার হোড় রচিত গ্রন্থ "কাছে থেকে দূরে যারা"। স্থানিক চর্চার নিরিখে এই গ্রন্থে শিবযজ্ঞ এলাকার প্রায় ১৫০ টি পরিবারের কথা নিখুঁতভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন লেখক। দুই মলাটে ধরা পড়েছে এক অঞ্চলের জীবন, সংস্কৃতি ও সমাজচিত্র। নিঃসন্দেহে এটি একটি পরিশ্রমসাধ্য ও নিবিড় ক্ষেত্র সমীক্ষার ফসল।

গ্রন্থ প্রকাশ অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন উত্তরবঙ্গ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় উপাচার্য ড. দেবব্রত বোস, বিশিষ্ট সাহিত্যিক ও অবসরপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ ড. দিগ্বিজয় দে সরকার, প্রাবন্ধিক দেবব্রত চাকি এবং বিশিষ্ট শিক্ষক বাণীকান্ত ভট্টাচার্য সহ আরও অনেকে। উপস্থিত অতিথিরা লেখকের এই উদ্যোগকে আন্তরিকভাবে সাধুবাদ জানান এবং একে এক গুরুত্বপূর্ণ সামাজিক দলিল বলে অভিহিত করেন।

এদিনের এই সাহিত্যিক সন্ধ্যা শিবযজ্ঞ অঞ্চলের সামাজিক ইতিহাস রক্ষার পথে এক গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ হিসেবে চিহ্নিত হয়ে রইল।

নেট ফড়িং ফিউশন ফেস্টিবেলে মাতল কোচবিহার

পার্থ নিয়োগী, কোচবিহার: সন্ধ্যায় অনুষ্ঠান শুরুর আগে তুমুল বৃষ্টি। অনেকের মনের মাঝে তখন প্রশ্ন উঁকি দিচ্ছিল মানুষ রবীন্দ্র ভবন মুখি হতে পারবে তো? কি আশ্চর্য কিছুক্ষণের মধ্যেই থেমে গেল বৃষ্টি। একটু একটু করে দর্শক আসতে শুরু করল রবীন্দ্র ভবনে। বৃষ্টির কারণে নির্ধারিত সময়ের অল্প কিছুক্ষণ বাদে শুরু হল নেট ফড়িং ফিউশন ফেস্টিবেল। ততক্ষণে চাঁদের হাট বসে গিয়েছে রবীন্দ্র ভবনে। উপস্থিত অতিথিদের সন্মাননা জানানোর মধ্যে দিয়ে গত ৩১ মে সন্ধ্যায় শুরু হল রবীন্দ্র ভবন মঞ্চে নেট ফড়িং ফিউশন ফেস্টিবেল। এরপর প্রদীপ প্রজ্জলনের মধ্যে দিয়ে ফেস্টিবেলের শুভ সূচনা করলেন কোচবিহারের পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য। শ্রুতি মধুর কণ্ঠে উদ্বোধনী সঙ্গীত গাইলেন সৌপর্ণা সরকার। স্বাগত ভাষণ দিলেন একে একে পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্য, জেলা গ্রন্থাগার আধিকারিক শিবনাথ দে ও কবি সুবীর সরকার। এরপর মোড়ক উন্মোচিত হল নেট ফড়িং প্রকাশনার থেকে প্রকাশিত তিনটি নতুন কাব্যগ্রন্থের। সঙ্গীতের অনুষ্ঠানের মধ্যে দিয়ে আসর মাত করলেন শিল্পী বিক্রম শীল। এরপর মঞ্চস্থ হয় মৃত্তিকা গোষ্ঠীর জনপ্রিয় নাটক এলেবেলে। এদিনের ফেস্টিবেলে পরিবেশিত হয় তিনটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের চলচিত্র। সব মিলিয়ে এদিনের নেটফড়িং ফিউশন ফেস্টিবেল হয়ে উঠল জমজমাট।

সিতাইয়ের আমবাড়ি গ্রামে ভয়াবহ অগ্নিকান্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: সিতাই ব্লকের আদাবাড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের ডাউয়াবাড়িতে ইলেকট্রিক শর্ট সার্কিট এর আগুন লেগে ভস্মীভূত একটি বাড়ি। বুধবার সকাল নাগাদ পরিবার সূত্রে জানা গেছে গতকাল গভীর রাত আনুমানিক তিনটে নাগাদ এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। আরও জানা যায় ডাউয়াবাড়ির বাসিন্দা কালী চন্দ্র বর্মণের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা ঘটে। এই ঘটনায় পুরো বাড়িটি ভস্মীভূত হয়ে যায়। প্রয়োজনীয় কাগজপত্র থেকে শুরু করে আসবাবপত্র ও অন্যান্য সামগ্রী অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় ভস্মীভূত হয়ে যায়।

রং বাহারি ফুল

রথযাত্রার আগে মদনমোহন দেবের বিশেষ স্নান

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রথযাত্রা উৎসবের আগে বিশেষ তিথিতে কোচবিহারের মদন মোহন মন্দিরে প্রতি বছর মদনমোহন বিগ্রহকে স্নান করানো হয়, যা স্নানযাত্রা নামে পরিচিত। বুধবার প্রতিবছরের মত এ বছরও হল মদনমোহন দেবের স্নানযাত্রা। যেখানে দেবতাকে বিভিন্ন জল দিয়ে স্নান করানো হয়। এই স্নানযাত্রা খুব গুরুত্বপূর্ণ। স্নানযাত্রার সময় দেবতাকে বিভিন্ন জল দিয়ে স্নান করানো হয়, যেমন ডাবের জল, নদীর জল, সমুদ্রের জল। বিশেষ করে দেবতাকে ১০৮ কলসী জল দিয়ে স্নান করানো হয়। স্নানযাত্রার পর দেবতাকে বিশেষ পূজা করা হয়। এই অনুষ্ঠানটি কোচবিহারের মদন মোহন মন্দিরের একটি ঐতিহ্যবাহী অংশ। এই স্নানযাত্রা রথযাত্রার প্রস্তুতি হিসেবেও পালন করা হয়, যা কোচবিহারের অন্যতম প্রধান উৎসব। জানা যায় চার মাস গভীর ঘুমে থাকার পর ছোটো মদন মোহন প্রতি বছর উথান একাদশীর দিনে জেগে ওঠেন। এরপর তাকে ১০৮ ঘটি দুধ, জল, ঘি ও মধু দিয়ে স্নান করানো হয়। স্নানের নিয়ম সম্পন্ন হওয়ার পর বিশেষ পূজা করা হয় বলে জানান মন্দিরের পুরোহিত।

মাটি খুঁড়ে বেরল ১০৬ কেজি গাঁজা

নিজস্ব সংবাদদাতা, দিনহাটা: দিনহাটায় বাড়ির উঠোন থেকে ১০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার, মালিক পলাতক। পুলিশের একটি বিশেষ অভিযানে দিনহাটার রাজাখোড়া এলাকায় এক বাড়ির উঠোনের মাটি খুঁড়ে বিপুল পরিমাণ অবৈধ গাঁজা উদ্ধার করা হয়। শুক্রবার সকাল ৭টায় দিনহাটা থানা পুলিশ এই তথ্য নিশ্চিত করে। গোপন সূত্রে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে গতকাল গভীর রাতে দিনহাটা থানার একটি বিশেষ টিম অভিযান চালায়। এ সময় রাজাখোড়া এলাকার শিবেন সরকারের বাড়ির উঠোনের মাটির নিচে পুঁতে রাখা ১০৬ কেজি গাঁজা উদ্ধার করা হয়। তবে অভিযানের সময় বাড়ির মালিক শিবেন সরকার পালিয়ে যান। পুলিশ জানায়, শিবেন সরকারের বিরুদ্ধে এনডিপিএস আইনের সংশ্লিষ্ট ধারায় মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশের তরফে আগামীতেও অবৈধ মাদকদ্রব্যের বিরুদ্ধে কঠোর অভিযান অব্যাহত রাখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে।

অবৈধ ভাবে মাছ ধরার অভিযোগে বাজেয়াপ্ত করা হল জাল

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: অবৈধভাবে মাছ ধরার অভিযোগে প্রচুর পরিমাণ জাল বাজেয়াপ্ত করেছে কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ। ১১ জুন বুধবার মাথাভাঙ্গা ১ নম্বর ব্লকের পচাগড় গ্রাম পঞ্চায়েতের বাইশগুড়ি এলাকার মরা সুটুঙ্গা নদী থেকে ওই বিপুল পরিমানে জাল বাজেয়াপ্ত করা হয়। অভিযোগ, জাল দিয়ে দীর্ঘদিন ধরে মরা সুটুঙ্গা নদীতে মাছ ধরছে কিছু অসাধু ব্যবসায়ী। গ্রামবাসীরা বারবার নিষেধ করলেও শোনেনি তারা। এভাবে এই জাল দিয়ে মাছ ধরার ফলে নদীর ছোটোবড় মাছের ক্ষতি হচ্ছে। সেই সঙ্গে জালে আটকে মারা যাচ্ছে নদীর ছোটো বড়ো পোকামাকড়ও। আর এর ফলে ধ্বংস হচ্ছে নদীর বাস্তুতন্ত্র। এদিন এলাকাবাসীরা পুলিশে খবর দিলে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ গিয়ে নদীতে পাতা সেই জাল বাজেয়াপ্ত করে।

গরমের থেকে স্বস্তি পেতে বসানো হলো ফগার মেশিন

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বেশ কয়েকদিন ধরেই উত্তরবঙ্গে জুড়ে চলছে তীব্র তাপপ্রবাহ। আর জেরে নাজেহাল অবস্থা কোচবিহার বাসীর। এবার গরমের থেকে কিছুটা স্বস্তি মিলতে কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারে হনুমান মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে বসানো হলো ফগার মেশিন। জানা গিয়েছে কোচবিহারে কয়েকদিন ধরে যে গরম পড়েছে, তাতে নাজেহাল কোচবিহারবাসি। আর তার জেরেই কোচবিহার ভবানীগঞ্জ বাজারের হনুমান মন্দির কমিটির পক্ষ থেকে প্রত্যেক বছর কিছু না কিছু করা হয়। এবারও ব্যতিক্রম নয়। মন্দির কমিটির এক সদস্য জানান, প্রতিবারের মতো এবারও বাজারে আসা সাধারণ মানুষকে স্বস্তি দিতে বসানো হলো ফগার মেশিন। তাতে আমাদের আশা যে কিছুটা হলেও স্বস্তি পাবে বাজারে আসা সাধারণ মানুষ।

ছাগল চুরির চেষ্টার অভিযোগে ধৃত ৩

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: মারুতি গাড়ি চেপে এসে ছাগল চুরির চেষ্টার অভিযোগকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। ৮ জুন সোমবার কোচবিহারের মাথাভাঙ্গা থানার হাজরাহাটে ঘটনটি ঘটেছে। পরে অবশ্য গ্রামবাসীরা তিন অভিযুক্তকে ধরে ফেলে। অভিযুক্তরা যে মারুতি গাড়ি চেপে এসেছিল সেই গাড়িটি ভাঙচুরের অভিযোগ উঠেছে উত্তেজিত গ্রামবাসীদের বিরুদ্ধে। পরে মাথাভাঙ্গা থানার পুলিশ তিন অভিযুক্তকে গ্রেফতার করে। ওই তিন অভিযুক্ত ঘোকসাডাঙ্গা থানা এলাকার বাসিন্দা। এর আগেও এই অভিযুক্তরা এই কায়দায় গাড়িতে চেপে এসে ছাগল চুরির ঘটনায় জড়িয়েছিল কিনা তা খতিয়ে দেখছে পুলিশ।

দেশ জুড়ে আই-কেয়ার মনসুন সার্ভিস ক্যাম্প চালু করেছে ইসুজু

দুর্গাপুর/কলকাতা: ইসুজু মোটরস ইন্ডিয়া, তার ডি-ম্যাক্স পিক-আপ এবং এসইউভিগুলির জন্য দেশ জুড়ে একটি ‘ইসুজু আই-কেয়ার মনসুন ক্যাম্প’ চালু করেছে। এর সাহায্যে কোম্পানি গ্রাহকদেরকে অতুলনীয় সুবিধা এবং প্রতিরোধমূলক রক্ষণাবেক্ষণ পরীক্ষা প্রদান করে, এই বর্ষার মরসুমে ঝামেলামুক্ত ড্রাইভিং অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এটি সারা দেশের গ্রাহকদেরকে সেরা পরিষেবা এবং মালিকানার অভিজ্ঞতা প্রদানের প্রতি ইসুজুর প্রতিশ্রুতির প্রতিফলন। ইসুজু কেয়ার ‘মনসুন ক্যাম্প’টি ১৬ থেকে ২১ জুন ২০২৫ পর্যন্ত অনুমোদিত ডিলার সার্ভিস আউটলেটগুলিতে অনুষ্ঠিত হবে, যেখানে গ্রাহকদের বিশেষ যানবাহন অফার এবং সুবিধা প্রদান করা হবে। মনসুন ক্যাম্পটি ইসুজু-এর সমস্ত অনুমোদিত পরিষেবা কেন্দ্রগুলিতে আয়োজন করা হবে। যার মধ্যে রয়েছে অহিল্যানগর, আহমেদাবাদ, বেঙ্গালুরু, বেরেলি, বারমের, বাথিন্ডা, ভোপাল, ভুবনেশ্বর, কালিকট, গুরগাঁও, কোয়েম্বাটোর, চেন্নাই, জয়পুর এবং শিলিগুড়ি সহ ভারতের একাধিক শহর. গ্রাহকরা নিকটতম ISUZU ডিলার আউটলেটে কল করে সার্ভিস বুকিং করতে পারেন, অথবা https://www.isuzu.in/servicebooking.html ভিজিট করতে পারেন। আরও তথ্যের জন্য গ্রাহকরা ১৮০০ ৪১৯৯ ১৮৮ (টোল-ফ্রি) নম্বরে যোগাযোগ করতে পারেন।

নতুন ‘উজ্জীবন রিওয়ার্ড’ চালু করেছে উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক

কলকাতা: উজ্জীবন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক লিমিটেড (উজ্জীবন এসএফবি) ডিজিটাল লেনদেনের জন্য গ্রাহকদের পুরস্কৃত করতে একটি বহু-স্তরীয় ব্যবস্থা, উজ্জীবন রিওয়ার্ডজ চালু করেছে। এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য পার্সোনালাইজড সুবিধা প্রদানের মাধ্যমে গ্রাহকদের সম্পৃক্ততা এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করা। এমনকি, উজ্জীবন এসএফবি অ্যাডভান্টেজক্লাব.এআই-এর সাথে অংশীদারিত্ব করেছে, যাতে উদ্ভাবনী আনুগত্য সমাধানের করা যায়। উজ্জীবন রিওয়ার্ডজ একটি ব্যাংকিং প্রোগ্রাম যা গ্রাহকদের অ্যাকাউন্ট খোলা, পুনরাবৃত্ত আমানত, বিল পেমেন্ট এবং ডিজিটাল লেনদেনের মতো বিভিন্ন কার্যকলাপের জন্য পয়েন্ট জেতার সুযোগ দেয়। এই পয়েন্টগুলি বিভিন্ন বিভাগে ভাউচারের জন্য রিডিম করা যেতে পারে এবং পয়েন্টগুলি দুই বছরের জন্য বৈধ। প্রোগ্রামটি গ্রাহকদের ব্যাংকিং চাহিদা এবং আচরণের সাথে খাপ খায়, যা UPI লেনদেনের জন্য সর্বনিম্ন ব্যয়ের থ্রেশহোল্ড এবং পুরস্কার পয়েন্ট অফার করে। উজ্জীবন রিওয়ার্ডজ একটি স্বচ্ছ, গ্রাহক-প্রধান প্রোগ্রাম যা একটি শক্তিশালী CASA ভিত্তি তৈরি করে এবং ব্যক্তিগতকৃত সম্পৃক্ততার সাহায্যে দীর্ঘমেয়াদী গ্রাহক আনুগত্য বৃদ্ধি করার দিকে ফোকাস করে। উদ্বোধনের বিষয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে, টিএএসসি এবং টিপিপি-র রিটেল রেসপনসিবিলিটি হেড হিতেন্দ্র ঝা বলেন, “এই উজ্জীবন রিওয়ার্ডজ একটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ যার লক্ষ্য গ্রাহকদের মূল্য এবং অভিজ্ঞতা বৃদ্ধি করে, গ্রাহক এবং ব্র্যান্ডের মধ্যে একটি শক্তিশালী মানসিক সংযোগ গড়ে তোলা। এর লক্ষ্য হল মূল্যবান গ্রাহক পছন্দ সংগ্রহ করে ব্যাংকের মধ্যে ডিজিটাল এবং আর্থিক অন্তর্ভুক্তিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া।”

রাইট ইস্যু থেকে ৪৯.১৪ কোটি টাকা সংগ্রহ করবে আইএফএল

কলকাতা: আইএফএল এন্টারপ্রাইজেস লিমিটেড (BSE – 540377), ২০২৫-এর ১৯ জুন থেকে ৩০ জুন পর্যন্ত তার ৪৯.১৪ কোটি টাকার রাইটস ইস্যুটির সাবস্ক্রিপশনের জন্য খোলা থাকবে। প্রতি শেয়ারের মূল্য ১ টাকা, এই রাইট ইস্যুটি বিদ্যমান শেয়ারহোল্ডারদের কোম্পানিতে তাদের ইক্যুইটি বাড়ানোর সুযোগ করে দেবে। গত ৯ জুন এ অনুষ্ঠিত সভায় পরিচালনা পর্ষদ রাইটস ইস্যুটি বিবেচনা এবং অনুমোদিত করেন। এর আগে, কোম্পানি ২০২৪ এর ৩০শে ডিসেম্বর এবং এই বছরের ৭ই মার্চ ৫০ কোটি টাকার প্রস্তাবিত রাইট ইস্যুর জন্য ‘নীতিগত অনুমোদন’ এবং গত ১৯শে মে বিএসই লিমিটেডের কাছ থেকে প্রাপ্ত ‘নীতিগত অনুমোদন’ জমা দেয়। ১৩ জুন পর্যন্ত যাদের ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে, তারা প্রতি ৯টি সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ারের জন্য ৬০টি রাইটস ইক্যুইটি শেয়ার অনুপাতে রাইটস শেয়ারের জন্য আবেদন করতে পারবেন। এমনকি, তাদের আর্থিক অবস্থানকে শক্তিশালী করে তুলতে এবং কর্পোরেট উদ্দেশ্যকে সমর্থন করার জন্য, রাইটস ইস্যুতে ৪৯,১৪,৭৬,৬২০টি সম্পূর্ণ পরিশোধিত ইক্যুইটি শেয়ার রয়েছে, যার মোট মূল্য ৪৯.১৪ কোটি টাকা। এই মূলধন বৃদ্ধির জন্য নবনিযুক্ত ব্যবস্থাপনা পরিচালক, অভিষেক প্রতাপকুমার ঠক্করের নেতৃত্বে কোম্পানির কৌশলগত দিকনির্দেশনা অনুসরণ করা হচ্ছে, যার লক্ষ্য পরিচালন দক্ষতা বৃদ্ধি এবং পরিষেবা সক্ষমতা সম্প্রসারণ ঘটানো।

২০২৫ অর্থবছরের চতুর্থ প্রান্তিকে কোম্পানির পরিচালনা থেকে আয় ১৩ গুণ বেড়ে ১২০.৬০ কোটি টাকায় পৌঁছেছে, যা ২০২৩-২৪ অর্থবছরের ৮.২৪ কোটি টাকা ছিল। নিট মুনাফাও বার্ষিক ২৫৪% বৃদ্ধি পেয়ে ২.৯৯ কোটি টাকায় পৌঁছেছে। ২০২৪ সালের আগস্টেও, কোম্পানির বোর্ড ইক্যুইটি শেয়ারহোল্ডারদের জন্য ১:১৫০ বোনাস ইস্যু অনুমোদন করে, যেখানে প্রতি ১৫০টি শেয়ারের জন্য একটি ইক্যুইটি শেয়ার বোনাস হিসেবে থাকবে।

অসাধারণ অফার: তানায়রার শাড়িতে থাকছে ৪০% ছাড়

শিলিগুড়ি: টাটা গোষ্ঠীর ব্র্যান্ড তানায়রা, বিয়ের কেনাকাটায় তীব্র আগ্রহের ফলে এই ২০২৫ অর্থবর্ষে প্রায় ৩০% বৃদ্ধি করে, ২০২৬ অর্থবর্ষটিও ইতিবাচকতার সাথে শুরু করেছে। এই প্রভাবকে বজায় রেখে, তারা প্রথমবারের মতো ভারতের ৪১টি শহরের ৮০টি স্টোরে তাদের সমস্ত প্রোডাক্টে ৪০% পর্যন্ত ছাড়ের ঘোষণা করেছে। এর মধ্যে থাকছে শাড়ি, রেডি-টু-ওয়্যার পোশাক, আনস্টিচড কুর্তা সেট এবং উৎসবের জন্য লেহেঙ্গা সহ নানা ধরণের পোশাক-আশাক। তানায়রার প্রতিটি পোশাকই খাঁটি এবং প্রাকৃতিক কাপড় দিয়ে তৈরি। এমনকি, ক্রেতারা শিলিগুড়ির ২য় মাইলে অবস্থিত তানায়রার স্টোর থেকেও অফারটির সাথে কেনাকাটা করতে পারবেন। তানায়রার চিফ সেলস অ্যান্ড মার্কেটিং অফিসার সোমপ্রভ কুমার সিংহ বলেন, “এই প্রথমবার দেশ জুড়ে আমরা এমন ছাড় হাজির করেছি, যেখানে বিভিন্ন প্রোডাক্টে থাকছে সর্বোচ্চ ৪০% পর্যন্ত ছাড়। তানায়রার খাঁটি ও সমৃদ্ধশালী পোশাক সংগ্রহ করার পাশাপাশি এটি ক্রেতাদের জন্য একটি বাড়তি পাওনা।” বেনারসি, কাঞ্জিভরম, জামদানি থেকে তসর—তানায়রার প্রতিটি সংগ্রহ ভারতীয় ঐতিহ্য রক্ষার ক্ষেত্রে কারিগরদের প্রতি এক আন্তরিক শ্রদ্ধার্ঘ্য। দেশের প্রতিটি স্টোরেই তৈরি হয়েছে শাড়িপ্রেমীদের জন্য এক পরিপূর্ণ গন্তব্য হিসেব, যেখানে এক ছাদের নিচে রয়েছে বিয়ের কালেকশন, উৎসবের স্পেশাল এডিট এবং রোজকার পরার জন্য নানা ধরণের শাড়ি। এমনকি, গুণগত মানের প্রতিশ্রুতিকে সুরক্ষিত করতে, তানায়রা খাঁটি জরির কাঞ্জিভরমের জন্য সার্টিফিকেশনও প্রদান করে—যা প্রতিটি শাড়ির আসল কারিগরি শৈল্পের প্রমাণ এবং ভারতের সমৃদ্ধ টেক্সটাইল ঐতিহ্যের এক নির্ভরযোগ্য উদাহরণ।

সুইগির কর্পোরেট রিওয়ার্ডস প্রোগ্রাম এবার সাত হাজার ভারতীয় কোম্পানিতে

কলকাতা: সুইগি-এর কর্পোরেট রিওয়ার্ডস প্রোগ্রাম ইতিমধ্যেই লাইভ হয়ে গিয়েছে। ভারত জুড়ে ৭,০০০ কোম্পানির কর্মচারীদের তারা এক্সক্লুসিভ সুবিধা দিচ্ছে, ২০২৫ সালের শেষ নাগাদ তাদের ১৫,০০০+ প্রতিষ্ঠানের লক্ষ্য মাত্রা পূরণের পরিকল্পনা রয়েছে। এই সুবিধায় থাকছে সুইগি ওয়ান সদস্যপদ। যেখানে বিনামূল্যে ডেলিভারি এবং অগ্রাধিকার গ্রাহক সহায়তার মতো সুবিধা থাকছে। সঙ্গে ছাড়যুক্ত সদস্যপদ। থাকছে খাবার ডেলিভারিতে আকর্ষণীয় ছাড়। নিয়মিত অর্ডারে ₹১২৫-₹২০০ টাকার ফ্ল্যাট ছাড় এবং বড় বা পার্টি অর্ডারে ২০% ছাড়। থাকছে সুইগি ডাইনআউট-এ ₹২,০০০ পর্যন্ত ছাড়। যেসব ইন্ডাস্ট্রি এই সদস্যপদের জন্য উপযুক্ত সেগুলো হল আইটি বা সফ্টওয়্যার এবং কনসালট্যান্ট, ই-কমার্স এবং ফিনটেক, ব্যাংকিং এবং বীমা সংস্থা, উৎপাদন, এফএমসিজি, এবং অটোমোবাইল। এছাড়াও মিডিয়া, রিটেইল, ফার্মা, স্বাস্থ্যসেবা, শিক্ষা, এবং আরও অনেক ইন্ডাস্ট্রিজ এই সুবিধা পাবে কীভাবে অ্যাক্সেস করবেন ? প্রথমেই Swiggy অ্যাপ খুলে “কর্পোরেট রিওয়ার্ডস” মেনুতে যেতে হবে। দিতে হবে আপনার অফিসিয়াল কোম্পানির ইমেল আইডি এবং যাচাই করতে হবে। যাচাই ঠিক হলে তাৎক্ষণিক সমস্ত সংশ্লিষ্ট সুবিধার অ্যাক্সেস পেয়ে যাবেন কর্মীরা। ফুড স্ট্র্যাটেজি, কাস্টমার এক্সপেরিয়েন্স এবং নিউ ইনিশিয়েটিভসের ভাইস প্রেসিডেন্ট দীপক মালুর মতে, “কর্পোরেট রিওয়ার্ডস প্রোগ্রামটিতে কর্মরত পেশাদারদের উন্নত অভিজ্ঞতা দিতে সুইগি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।” এই প্রোগ্রামটির লক্ষ্য হল ভারতের কর্পোরেট কর্মীদের জন্য খাবার অর্ডার করাকে আরও সুবিধাজনক, ফলপ্রসূ এবং সাশ্রয়ী করে তোলা।

অ্যালপেনলিবে ভারতের প্রথম তরল চকো ভরা পপ চালু করেছে !

কলকাতা/শিলিগুড়ি: অ্যালপেনলিবে ইক্লেয়ার্স, দীর্ঘদিন থেকেই পরিবারের একটি প্রিয় মিষ্টান্ন, যার সিগনেচার লিকুইড চকো গ্রাহকদের কাছে আনন্দ ও প্রত্যাশার প্রতীক। এই আইকনিক অভিজ্ঞতার উপর ভিত্তি করেই, অ্যালপেনলিবে এবার একই চোকোর মত আনন্দ নিয়ে ফিরে এসেছে সম্পূর্ণ নতুন ফর্ম্যাটে এবং লঞ্চ করেছে ভারতের প্রথম অ্যালপেনলিবে ইক্লেয়ার্স পপ, যার মধ্যে রয়েছে চোকো-র তরল পূরণ।

মাত্র ৫ টাকায়, এই ইক্লেয়ার্স পপ বাইরের চিউই ক্যারামেল এবং ভেতরের প্রবাহিত চকো সেন্টারের সাথে একটি প্রিমিয়াম মানের অভিজ্ঞতা প্রদান করবে। এটি বিশেষ করে কিশোর ও যুবকদের জন্য সুবিধাজনক এবং চলমান ফরম্যাটে তৈরি, কারণ খিদা মেটাতে এটি যেকোনো জায়গায় ও যেকোনো সময়ই খাওয়া যায়। ইক্লেয়ার্সের এই পপটি ধীরে ধীরে অথবা এক কামড়েই দৈনন্দিন স্ন্যাকিংয়ের চাহিদা পূরণ করতে পারে চোকোর মত আনন্দের সাথে। এই প্রসঙ্গে, পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়ার ডিরেক্টর মার্কেটিং গুঞ্জন খেতান বলেছেন, “আমরা জানি ইক্লেয়ার্স-এর চকো সেন্টার সকলের কাছে কতটা প্রিয় - এবং প্রতিটি উপায়ে সেই আনন্দকে এগিয়ে নিয়ে যেতে আমরা এই নতুন অ্যালপেনলিবে ইক্লেয়ার্স পপটি লঞ্চ করেছি। যেসব কিশোর এবং যুবকরা প্রতিদিনের জন্য আরও সমৃদ্ধ, এবং টেস্টি খাবার খুঁজছে তাদের জন্য এটি একেবারে উপযুক্ত। কারণ, এটি কোনো পরিবর্তন নয়, বরং এর মধ্যেই আনন্দ উপভোগের একটি স্বাভাবিক বিবর্তন।”

ভারতে সমৃদ্ধ কাঠামোর রূপরেখা তৈরি করেছে স্কোডা অটো

শিলিগুড়ি: এই বছরটি স্কোডা অটোর জন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়, কারণ তারা তাদের ১৩০ তম বছরের সমৃদ্ধ ইতিহাসের সাথে ভারতে তাদের ২৫তম বছর উদযাপন করছে। গ্রাহকদের আরও কাছাকাছি পৌঁছানোর জন্য স্কোডা অটো ইন্ডিয়া ভারতীয় বাজারকে গতিশীল করে তুলতে বেশ কয়েকটি মূল ব্র্যান্ড, পণ্য, নেটওয়ার্ক এবং গ্রাহক-কেন্দ্রিক উদ্যোগের দিকে নজর দিচ্ছে। স্কোডা অটো ইন্ডিয়া, তাদের পণ্যের সম্প্রসারণ কৌশলকে আরও শক্তিশালী করে তুলেছে। কোম্পানি SUV-র বিস্তৃত রেঞ্জ এনে "সবার জন্য SUV" নীতি গ্রহণ করেছে এবং তাদের সেডান ঐতিহ্যকে নতুনভাবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। কুশাক, কোডিয়াক, স্লাভিয়া এবং একটি 'গ্লোবাল আইকন'-এর মাধ্যমে তারা সেডান সেগমেন্টে নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করবে বলে জানা গেছে। অনুষ্ঠানে বক্তব্য দিয়ে স্কোডা অটো ইন্ডিয়ার ব্র্যান্ড ডিরেক্টর আশীষ গুপ্ত বলেন, "২০২৫ এমন এক বছর হতে চলেছে, যেখানে আমাদের সমস্ত ব্যবসায়িক ক্ষেত্র গতিশীলতা বজায় রেখে স্কোডা ব্র্যান্ডকে উল্লেখযোগ্যভাবে শক্তিশালী করবে এবং ভারতে তাদের অগ্রগতি নিশ্চিত করবে।" বর্তমানে, স্কোডা টিয়ার II ও টিয়ার III শহরগুলিতে তাদের উপস্থিতি বাড়িয়ে এই বছরের মধ্যে ৩৫০টি গ্রাহক টাচপয়েন্ট স্থাপন করার জন্য তৎপরতার সাথে কাজ করছে। ইতিমধ্যেই তারা ২০২১ সালের ১২০টি টাচপয়েন্ট থেকে বৃদ্ধি পেয়ে ২৯০-এরও বেশি টাচপয়েন্ট গড়ে তুলেছে। কোম্পানি নতুন ব্যবসার সুযোগ যেমন সার্টিফাইড প্রি-ওনড গাড়ি বিক্রির দিকে এগোচ্ছে, যা তাদের সম্প্রসারণে ব্যাপকভাবে সাহায্য করবে। একই সঙ্গে, গ্রাহক সন্তুষ্টি ও আস্থা বাড়ানোর লক্ষ্যে স্কোডা সুপারকেয়ার এখন প্রতিটি গাড়ির স্ট্যান্ডার্ড অংশ, যেখানে গ্রাহকরা দ্বিতীয় বছর বা ৩০,০০০ কিমি পর রুটিন সার্ভিসের খরচ পরিশোধ করতে পারবেন।

ভারতের রেল ইঞ্জিনিয়ারিং বিস্ময়কে মজবুত করছে এএম/এনএস ইন্ডিয়া

কলকাতা: আর্সেলর মিত্তল নিপ্পন স্টিল ইন্ডিয়া (এএম/এনএস ইন্ডিয়া) দুটি আইকনিক রেল সেতুর জন্য ইস্পাত সরবরাহ করে ভারতের অবকাঠামোগত রূপান্তরে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। বিশ্বের সর্বোচ্চ রেল সেতু চেনাবের জন্য ৭০% ফ্ল্যাট ইস্পাত এবং ভারতের প্রথম কেবল-স্থিত রেল সেতু আঞ্জি খাদের জন্য ১০০% ইস্পাত সরবরাহ করেছে। ২০৪৭ সালের মধ্যে বিকসিত ভারতের পরিকল্পনাকে বাস্তবায়ন করতে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী সেতু দুটি নির্মাণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। এই বিস্ময়গুলি ভারতের ভবিষ্যতকে আরও সুন্দর গড়ে তোলার দিকে একটি অসাধারণ প্রয়াস। এই প্রকল্পগুলিতে, এএম/এনএস ইন্ডিয়া ২৫,০০০ মেট্রিক টন উচ্চ-শক্তির স্ট্রাকচারাল ইস্পাত সরবরাহ করেছে। এর মধ্যে ছিল যন্ত্রাংশের জন্য বিশেষায়িত গ্রেড, খিলানের জন্য উচ্চ-শক্তির ইস্পাত এবং স্তম্ভগুলির জন্য তৈরি গ্রেড। প্রয়াসগুলির মাধ্যমে কোম্পানি সেতুর সর্বোচ্চ উচ্চতা এবং ভূমিকম্প অঞ্চলের জন্য উপাদানের স্থায়িত্ব, মরিচা প্রতিরোধ এবং উপযুক্ততা নিশ্চিত করেছে। কোম্পানি, আঞ্জি খাদ সেতুর জন্য ৭,০০০ মেট্রিক টন কাস্টমাইজড ইস্পাত কাঠামো সরবরাহ করেছে, যা তাদের ইস্পাতের চাহিদার ১০০% পূরণ করেছে। সেতুর অনন্য কাঠামোগত এবং পরিবেশগত চাহিদা অনুসারে হাজিরার সুবিধায় কেন্দ্রে ইস্পাতটি নির্মিত হয়েছিল, যার দেখাশোনা করেছে তৃতীয় পক্ষের সংস্থাগুলি, কাজটি প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভারতেই সম্পন্ন হয়েছে। ভারতের দুটি সর্বশ্রেষ্ঠ রেল ইঞ্জিনিয়ারিং মার্ভেল সম্পন্ন করার সাফল্যের জন্য, কোম্পানির বিক্রয় ও বিপণনের পরিচালক এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট রঞ্জন ধর বলেছেন, "প্রত্যন্ত জম্মু ও কাশ্মীরে একাধিক চ্যালেঞ্জ সত্ত্বেও, সরকারি ও বেসরকারি অংশীদারদের সাথে সহযোগিতা করে আমরা সফলভাবে এই প্রকল্পগুলি সক্ষম করতে পেরে সত্যিই আনন্দিত, যা ভারতকে আরও স্বনির্ভর ও সমৃদ্ধ গড়ে তুলবে।"

ফ্লিপকার্ট এবং পশ্চিমবঙ্গ সরকার কালনায় বিশেষভাবে কারিগর এবং তাঁতিদের জন্য একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে

কালনা: ভারতের স্বদেশী ই-কমার্স মার্কেটপ্লেস ফ্লিপকার্ট তাদের বর্তমান চুক্তির অংশ হিসাবে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সহযোগিতায় আজ কালনায় একটি কর্মশালার আয়োজন করেছে। এই অধিবেশনটি স্থানীয় কারিগর এবং তাঁতিদের ভারতের দ্রুত বর্ধনশীল ডিজিটাল অর্থনীতিতে একীভূত করা ও সবলীকরণের উদ্দেশ্যে পরিচালিত হয়েছিল। এই অনবোর্ডিং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীদের ফ্লিপকার্ট বাজারে সফলভাবে প্রবেশ করা এবং অনলাইনে তাদের ব্যবসা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সরঞ্জাম সরবরাহ করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালনার সাব ডিভিশনাল অফিসার শ্রী শুভম আগরওয়াল, কালনার ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী কৃষ্ণ চন্দ্র মুন্ডা, পূর্বস্থলী ১ ব্লকের ব্লক উন্নয়ন আধিকারিক শ্রী সঞ্জয় সেনাপতি; বর্ধমানের জেলা হস্ততাঁত আধিকারিক শ্রী রঞ্জিত মাইতি এবং বর্ধমানের জেলা খাদি গ্রামোদ্যোগ বোর্ডের শ্রী মানস গোস্বামী। কর্মশালার লক্ষ্য ছিল স্থানীয় সম্প্রদায়ের স্ব-কর্মসংস্থান এবং উদ্যোক্তা হওয়ার ক্ষমতা জোরদার করা। ফ্লিপকার্টের বিশাল অনলাইন বাজারে চলতে থাকা অফারগুলি প্রদর্শন করে কর্মশালায় তাঁতি এবং কারিগর সম্প্রদায়কে জাতীয় স্তরের বাজারে প্রবেশাধিকারের সুযোগ সম্পর্কে অবহিত করা হয় এবং তাঁদের ব্যবসা সম্প্রসারণের জন্য প্রয়োজনীয় জ্ঞান এবং সরঞ্জাম দিয়ে সমৃদ্ধ করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে অংশীদারিত্বে আয়োজিত কালনার এই সচেতনতা বিস্তার অধিবেশনে ৫০ জনেরও বেশি কারিগর এবং তাঁতি অংশগ্রহণ করেছিলেন। ফ্লিপকার্ট গ্রুপের চিফ কর্পোরেট অ্যাফেয়ার্স অফিসার রজনীশ কুমার এই সহযোগিতা সম্পর্কে মন্তব্য করে বলেন, "পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সঙ্গে আমাদের অংশীদারিত্ব ভারতজুড়ে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তি প্রচারের জন্য ফ্লিপকার্টের নিষ্ঠার প্রতিফলন। এই সহযোগিতার মাধ্যমে, আমরা কালনার কারিগরদের জন্য বৃহত্তর অর্থনৈতিক সুযোগগুলি উন্মোচন করার লক্ষ্যে কাজ করছি তথা প্রযুক্তির দ্বারা ক্ষমতাপ্রাপ্ত নতুন প্রজন্মের উদ্যোক্তাদের লালন-পালন করছি। 'সমর্থ' প্রোগ্রামটি সুবিধাবঞ্চিত সম্প্রদায়ের জন্য ডিজিটাল বৈষম্য দূর করার দৃষ্টিভঙ্গির উপরে ভিত্তি করে তৈরি, যাতে ই-কমার্সের মাধ্যমে তাঁরা স্থায়ীভাবে জীবিকা নির্বাহ করতে সক্ষম হন। নির্দেশনা, সম্পদ এবং সহায়তা প্রদানের মাধ্যমে, ফ্লিপকার্ট ভারতের অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির বৃহত্তর আখ্যানে গ্রামীণ উদ্যোগগুলিকে একীভূত করতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"

নতুন সিনেম্যাটিক টুইস্টের সাথে লঞ্চ হল হ্যাপিডেন্ট-এর নতুন টিভিসি

আসানসোল/শিলিগুড়ি: পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়ার তৈরী, ভারতের সবচেয়ে প্রিয় চিউইং গাম হ্যাপিডেন্ট, তাদের নতুন অ্যাড ফিল্ম প্রকাশ করেছে, যা মজার ছলে একটি উদ্দেশ্যপূর্ণ মোড়। এই "চমকিং গাম: "চমকা মুসকান, জগমগ জাহান", ক্যাম্পেইনটি ব্র্যান্ডের ঐতিহাসিক স্টোরিটেলিং পদ্ধতির সাথে সিনেম্যাটিক টুইস্টের সমন্বয় ঘটিয়ে একটি উজ্জ্বল মচকি হাসি এবং কল্পনাকে অনুপ্রাণিত করে দর্শকদেরকে আকর্ষিত করেছে। সাংস্কৃতিক অন্তর্দৃষ্টি এবং দৈনন্দিন আচরণের উপর ভিত্তি করে নির্মিত এই ফিল্মটি সহজবোধ্যতা, উষ্ণতা এবং একটি সূক্ষ্ম বার্তা ব্যবহার করে সকলের যৌথ দায়িত্ব পালনে সহজ অঙ্গভঙ্গির শক্তির উপর ফোকাস করে, আধুনিক গল্প বলার মাধ্যমে হ্যাপিডেন্টের আইকনিক ক্লাসিকগুলিকে ধরে রেখেছে। ভিনিল ম্যাথিউ পরিচালিত এবং সঙ্গীত পরিচালক শান্তনু মৈত্র অভিনীত ম্যাকক্যান ওয়ার্ল্ডগ্রুপ ইন্ডিয়া ক্যাম্পেইনটি নতুন প্রজন্মের গ্রাহকদের লক্ষ্য করে তৈরি করা হয়েছে যারা সত্যতা, কৌতুক এবং উদ্দেশ্যকে গুরুত্ব দেয়। ক্যাম্পেইনটিতে এমন একটি গল্প রয়েছে যেখানে লাল রঙ আর উজ্জ্বল হাসি সাহায্যে শিল্পীরা পরিবেশে আবর্জনা ফেলার জন্য আকর্ষণীয় দৃশ্য ব্যবহার করে সামাজিক পরিবর্তন আনার ক্ষেত্রে ছোট ছোট কাজের গুরুত্ব তুলে ধরেন। এটি কাল্পনিক হলেও ছোট ছোট প্রয়াসের সাথে সমাজে বৃহত্তর পরিবর্তন আনার প্রচেষ্টা করেছে। এই বিষয়ে পারফেটি ভ্যান মেলে ইন্ডিয়ার ব্যবস্থাপনা পরিচালক নিকিল শর্মা বলেন, "আমরা সবসময়ই সাংস্কৃতিক এবং আবেগের সমন্বয়ে প্রভাবশালী ব্র্যান্ড তৈরী করার প্রচেষ্টা করি, এবং হ্যাপিডেন্ট যথাযথভাবে এই দৃষ্টিভঙ্গিকে বাস্তবায়িত করছে। ম্যাককান ওয়ার্ল্ডগ্রুপ এর সাথে আমাদের এই অংশীদারিত্ব অব্যাহত থাকবে, যা উভয়ের জন্যই স্বতন্ত্র এবং অর্থপূর্ণ।" ম্যাকক্যান ওয়ার্ল্ডগ্রুপ ইন্ডিয়ার চীফ ক্রিয়েটিভ অফিসার এবং সিইও, প্রসূন যোশী বলেন, "হ্যাপিডেন্ট -এর এই ফিল্মটি লেখার ক্ষেত্রে পারফেটি টিমের প্রতি তাদের অটল আস্থা এবং সহযোগিতামূলক মনোভাবের জন্য আমরা কৃতজ্ঞ।"

তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে নতুন ক্যাম্পেইন শুরু লাইফস্টাইলের

শিলিগুড়ি: ভারতের অন্যতম প্রধান ফ্যাশন ডেস্টিনেশন লাইফস্টাইল, তার বহুল প্রতীক্ষিত এন্ড অব সিজন সেল (EOSS) শুরু করছে। ফ্যাশন-ফরোয়ার্ড প্রোডাক্টের বিস্তৃত পরিসরে ৫০% পর্যন্ত ছাড় থাকছে। এইচডিএফসি ক্রেডিট কার্ডে থাকছে তাৎক্ষণিক ১০%* ছাড়। শর্তাবলী প্রযোজ্য।

লাইফস্টাইল এই ক্যাম্পেইনের জন্য এক্সক্লুসিভলি তামান্না ভাটিয়ার সঙ্গে অংশীদারিত্ব করেছে। নতুন প্রচারাভিযানে লাইফস্টাইলের সবচেয়ে প্রিয় কিছু ব্র্যান্ডের প্রাণবন্ত, হাই-অন-স্টাইল শোকেস করা হয়েছে। তামান্না সেখানে প্রতিটি পোশাককে তার নিজস্ব স্টাইল করে তুলেছে।

এই সিজনের কালেকশনে থাকছে ফ্রেশ, সামার রেডি ডিজাইন, যাতে থাকছে ক্লাসিক কিছু পোশাক। এই সেলকে আরও বেশি প্রাসঙ্গিক করে তুলেছে লাইফস্টাইল প্রিমিয়াম। তারা হাই-ফ্যাশন প্রোডাক্টকে আরও অ্যাক্সেসযোগ্য করে তুলেছে। লাইফস্টাইলের সভাপতি, ডেপুটি সিইও রিতেশ মিশ্র বলেছেন, "তামান্না প্রচারাভিযানটিকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে।"

লাইফস্টাইল সেল, ৩০০ টিরও বেশি টপ ব্র্যান্ডের নতুন ডিজাইন নিয়ে এসেছে। যেমন, বিবা, গ্লোবাল দেশি, জ্যাক অ্যান্ড জোন্স, ইন্ডিয়ান টেরেন, পার্ক অ্যাভিনিউ, পেপে জিন্স, এএনডি, মেলাঞ্জ, জিঞ্জার, ফোরাকা, কোড, পুমা, অ্যাডিডাস, ফসিল, আরমানি, এল'এক্সচেঞ্জ, মায়র।

ক্রেতারা পোশাক, ঘড়ি, সুগন্ধি, জুতো, হ্যান্ডব্যাগ এবং অ্যাকসেসরিজ - সবই আকর্ষণীয় মূল্যে পাবেন। লাইফস্টাইল সেল সমস্ত লাইফস্টাইল স্টোর জুড়ে বৈধ, এছাড়াও অনলাইনে www.lifestylestores.com এবং Android এবং iPhone ব্যবহারকারীদের জন্য Lifestyle অ্যাপে উপলব্ধ।

স্মার্ট মিটার নিয়ে বৃহত্তর আন্দোলনের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিদ্যুতের স্মার্ট মিটার বাতিলের দাবিতে আন্দোলনে নেমেছে অল ইন্ডিয়া কিষান ও ক্ষেত মজদুর সংগঠন। ১০ জুন মঙ্গলবার সংগঠনের পক্ষ থেকে চ্যাংরাবান্ধায় ভিআইপি মোড় থেকে বিদ্যুৎ দফতর পর্যন্ত মিছিল করা হয় এবং তুমুল বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর বিদ্যুৎ দফতরের কাস্টমার কেয়ার সেন্টারে ডেপুটেশন কর্মসূচি পালন করা হয়। এ দিনের ডেপুটেশনে নেতৃত্ব দেন সংগঠনের মেখলিগঞ্জ ব্লক সম্পাদক বিনোদ রায়, রতন বর্মন, যোগেশ চন্দ্র রায়। সংগঠনের মেখলিগঞ্জ ব্লক কমিটির সদস্য রতন বর্মন বলেন, "স্মার্ট মিটার লাগানো বন্ধ করা এবং ইতিমধ্যেই যে সমস্ত গ্রাহকদের স্মার্ট মিটার লাগানো হয়েছে সেগুলো খুলে নিয়ে পুনরায় ডিজিটাল মিটার লাগাতে হবে। বিদ্যুতের মাশুল কমানোর দাবিতে দাবিপত্র পেশ করা হয়।" সংগঠনের পক্ষ থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয়, অবিলম্বে স্মার্ট মিটার খুলে না নিলে এবং স্মার্ট মিটার বসানো বন্ধ না করলেই আগামী দিনে আরও বৃহত্তর আন্দোলন গড়ে তোলা হবে।

ওয়াকফ নিয়ে আন্দোলনে মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ড

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ওয়াকফ আইন বাতিলের দাবিতে জেলা শাসকের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন জানাল অল ইন্ডিয়া মুসলিম পার্সোনাল ল বোর্ডের প্রতিনিধিরা। ৩ জুন মঙ্গলবার ওই আবেদন জানানো হয়। ওই আইন বাতিলের দাবিতে সরব হয়েছে অল ইন্ডিয়া মুসলিম ল বোর্ড কর্তৃপক্ষ। কোন কোন জায়গায় এই আইনকে পরিবর্তন করতে হবে সেই বিষয়ে রাষ্ট্রপতি দৃষ্টি আরোপ করা হয়।

চিকিৎসা সংঠনের মিটিং এমজেএন মেডিক্যাল কলেজে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: কোচবিহার মহারাজা জিতেন্দ্র নারায়ণ মেডিক্যাল কলেজ ক্যাম্পাসে ৮ জুন রবিবার আয়োজিত হল প্রগ্রেসিভ হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের কোচবিহার জেলার দ্বিতীয় মিটিং। এদিন এই মিটিংয়ে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক ডক্টর করবি বড়াল সহ অন্যান্য রাজ্য নেতৃত্ব এবং জেলা নেতৃত্ব জেলার স্বাস্থ্য আধিকারিক ও কর্মীবৃন্দরা। এদিন মূলত সংগঠনটি কিভাবে আরও বৃদ্ধি করা যায় এবং ডাক্তার ও ডাক্তারি পড়ুয়াদের নিরাপত্তা সহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় এই মিটিংয়ে। মন্ত্রী শশী পাঁজার নির্দেশে মূলত এই মিটিং বলে জানান রাজ্য সম্পাদক ডঃ করবী বরাল।

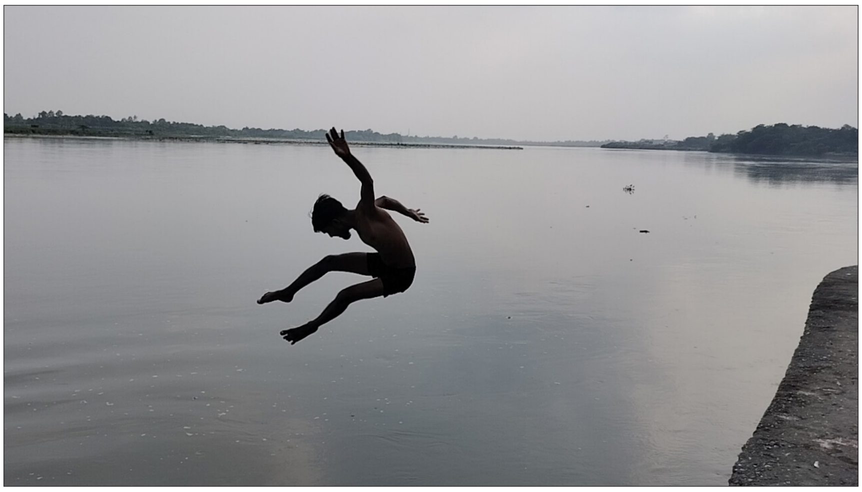

গরমে স্বস্তির স্নান

ভারতে প্রবেশের প্রায় তিরিশ বছর পর বাংলাদেশি ধৃত কোচবিহারে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: এবারে অনুপ্রবেশকারী গ্রেফতার হল কোচবিহারের মাথাভাঙায়। ২ জুন সোমবার কোচবিহারের মাথাভাঙা-২ ব্লকের লতাপাতা গ্রাম পঞ্চায়েতের পুঁটিমারি বাজার এলাকা থেকে ওই বাংলাদেশিকে গ্রেফতার করে ঘোকসাডাঙ্গা থানার পুলিশ। ধৃত ওই ব্যক্তির নাম আনন্দ কুমার সরকার (৫৫)। তার বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার নবগ্রাম গ্রামে। তাকে সহযোগিতা করার জন্য এক ভারতীয়কে আটক করে পুলিশ। ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক তাকে দু'দিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রায় বছর তিরিশেক আগে নদীয়া জেলার সীমান্ত দিয়ে ভারতে প্রবেশ করেছিল আনন্দ কুমার সরকার। তিনি ভারতে প্রবেশের পর বিভিন্ন আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে থাকতেন। দীর্ঘসময় বাংলার বিভিন্ন প্রান্তে আত্মীয় স্বজনের বাড়িতে ঘুরে ঘুরে বসবাস করতেন। পরে মাথাভাঙায় স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। এদিন তাকে আটক করে ঘোকসাডাঙ্গা থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। সেখানে তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করা হলে তিনি স্বীকার করেন যে তার বাড়ি বাংলাদেশের টাঙ্গাইল জেলার নবগ্রাম গ্রামে। পরে ধৃতকে আদালতে তোলা হলে বিচারক দুইদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন।

বিজেপি নেতা তৃণমূলে, উদ্বেগ কেন্দ্রের শাসক দলে

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: ফের বিজেপিতে ভাঙন কোচবিহারে। এবারে তুফানগঞ্জ ২ নম্বর ব্লকের নেতা রাধাকান্ত বর্মন বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলের যোগ দিলেন। ৮ জুন রবিবার দুপুরে কোচবিহার জেলা তৃণমূল কার্যালয়ে বিজেপি ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসের যোগদান করলেন তুফানগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের রামপুর ২নং অঞ্চলের সহ সভাপতি রাধাকান্ত বর্মন। তাঁর হাতে দলীয় পতাকা তুলে দেন কোচবিহার জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক। অভিজিৎবাবু জানান, ওই এলাকায় সাংগঠনিক কাজে লাগানো হবে রাধাকান্তকে নেওয়া হবে ব্লক কমিটিতেও। বিজেপির শক্তিশালী ঘাঁটি এভাবেই ভেঙে দেওয়ার চেষ্টা করছে তৃণমূল।

২০১৯ সালের লোকসভা নির্বাচনে কোচবিহার আসনে তৃণমূল প্রার্থীকে ৫৪ হাজারের বেশি ভোটে হারিয়ে দিয়েছিলেন বিজেপি প্রার্থী নিশীথ প্রামানিক। দল তাঁকে প্রতিমন্ত্রীও করে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনেও কোচবিহারে জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছিল কেন্দ্রের শাসক দল। কোচবিহারের নয়টি বিধানসভার আসনের মধ্যে সাতটি দখল করেছিল বিজেপি। পরে উপনির্বাচনে দিনহাটা বিধানসভা আসন পুনরুদ্ধার করে তৃণমূল। পঞ্চায়েত নির্বাচনেও হাড্ডাহাড্ডি লড়াই করে ২৪ টি গ্রাম পঞ্চায়েত দখল করেছিল বিজেপি। তার বাইরেও বেশ কিছু পঞ্চায়েত ও পঞ্চায়েত সমিতির আসনে জয়ী হয় বিজেপি। জেলা পরিষদের দুটি আসনও কেন্দ্রের শাসক দলের ঝুলিতে যায়। এবারের লোকসভা নির্বাচনেও গ্রাম থেকে শহর তৃণমূলের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে মিটিং-মিছিল করে বিজেপি। কিন্তু লোকসভা নির্বাচনে হারতেই বিজেপির সেই ভিড় উধাও।

বিজেপির দখলে থাকা ২৪ টির মধ্যে অধিকাংশ নিজেদের দখলে নিয়েছে রাজ্যের শাসক দল। ১৫০ জনের মতো পঞ্চায়েত সদস্য বিজেপি ছেড়ে তৃণমূলে যোগদান করেছে বলে দাবি করা হয়েছে। এখনও দলবদল চলায় কিছুটা ব্যাকফুটে বিজেপি। বিজেপির এক নেতা অবশ্য বলেন, "মানুষ আমাদের সঙ্গে রয়েছে। তাই দুই একজন নিচুতলার নেতাকে তৃণমূল দলে নিলেও আমাদের দুর্বল করতে পারবে না।"

বৃক্ষরোপণ প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: বিশ্ব পরিবেশ দিবসে গাছের চারা রোপণ করল কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদ। ওই কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন কোচবিহার জেলা প্রাথমিক শিক্ষা সংসদের চেয়ারম্যান রজত বর্মা ও স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারা। কোচবিহারে শিক্ষা সংসদে এদিন বিভিন্ন প্রজাতির চারা গাছ লাগান চেয়ারম্যান ও শিক্ষা দফতরের আধিকারিকরা।

এদিন কোচবিহারের বিভিন্ন সার্কেলের শিক্ষক শিক্ষিকারা উপস্থিত ছিলেন কর্মসূচিতে। এদিন চেয়ারম্যান রজত বর্মা চারা গাছ রোপণ করেছেন। গাছগুলির যাতে ক্ষতি না হয় তাই লোহার নেট দিয়ে ঘেরা হয়েছে। রজত বর্মা বলেন, "বৃক্ষরোপণ অনুষ্ঠান কেবল একদিনের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে চলবে না। আগামী প্রজন্মের জন্য সুন্দর ভবিষ্যত গড়ে তোলার দায়িত্ব আমাদের নিতে হবে।"

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব বাসিন্দারা

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: রাস্তা সংস্কারের দাবিতে সরব হলেন দিনহাটার সিতাইয়ের ব্রহ্মত্তরচাত্রা অঞ্চলের ঢেকিয়াজান গ্রামের বাসিন্দারা। বাসিন্দাদের অভিযোগ, ঢেকিয়াজান স্কুল থেকে গাবুয়া ডেরার পাড় পর্যন্ত প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তার খুবই খারাপ অবস্থা। রাস্তার মাঝে মাঝে গর্ত তৈরি হয়েছে। এক কথায় তা চলাচলের অযোগ্য। যে কোনও সময় দুর্ঘটনা ঘটতে পারে বলেও আশঙ্কা। স্থানীয়দের অভিযোগ, বিশেষ করে বর্ষাকালে এই রাস্তা কাদায় ভরে যায়, যাতায়াত করা প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে। স্কুলে যাওয়া শিশু, কর্মজীবী মানুষ এবং সাধারণ পথচলতি মানুষ প্রতিদিন এই সমস্যার মুখোমুখি হচ্ছেন। এ বিষয়ে গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য অমল অধিকারী বেহাল রাস্তার বিষয়টি স্বীকার করেছেন। তিনি বলেন, "রাস্তার অবস্থা সত্যিই শোচনীয়। দ্রুত সংস্কার হওয়া উচিত।" তবে তিনি আরও বলেন "নির্বাচনের আগে রাজনৈতিক নেতারা রাস্তা সংস্কারের প্রতিশ্রুতি দিলেও ভোট শেষে আর তাদের কোনো খোঁজখবর থাকে না।"

গরমে জলের বোতল হাতে চালকদের পাশে পুলিশ

নিজস্ব সংবাদদাতা, কোচবিহার: প্রখর রোদে ক্লান্ত গাড়ি চালকদের পাশে দাঁড়াল পুলিশ। ১১ জুন বুধবার কোচবিহারের মাথাভাঙা এলাকায় বিভিন্ন রাজ্য সড়কে মাথাভাঙা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে গাড়ি চালকদের হাতে জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়। তা হাতে পেয়ে খুশি হয়ে ওঠেন গাড়ির চালকরা। চালকদের কয়েকজন বলেন,"গত কয়েকদিন ধরে গরম। আমরা রাস্তাতেই আছি। পুলিশ এভাবে পাশে আসায় ভালো লেগেছে। অন্য সময় তো পুলিশ শুধু নথিপত্র পরীক্ষা করতেই পুলিশ গাড়ি আটকায়। আজ অন্যরকম।" পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, কোচবিহার জেলা পুলিশ সুপার দ্যুতিমান ভট্টাচার্যের নির্দেশে মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে ওই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের ওসি তেজিং গ্যালশন ভুটিয়া জানান, প্রচন্ড গরমে যখন গাড়ি চালকরা ক্লান্ত সেই সময় তাদের ক্লান্তি মেটাতে মাথাভাঙ্গা ট্রাফিক পুলিশের পক্ষ থেকে চালকদের জলের বোতল তুলে দেওয়া হয়।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ ধৃত ২ যুবক

নিজস্ব সংবাদদাতা, সিতাই: কামতেশ্বরী সেতুতে পুলিশের নাকা চেকিং পয়েন্টে বেআইনী আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার দুই যুবক। বৃহস্পতিবার সকাল ১০টা নাগাদ সিতাই থানার আইসি দীপাঞ্জন দাস এই তথ্য নিশ্চিত করেন। পুলিশের তরফে জানানো হয় গতকাল গভীর রাতে গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে কামতেশ্বরী সেতুতে বিশেষ নাকা পয়েন্ট বসায় সিতাই থানার পুলিশ। সেই নাকা চেকিং পয়েন্টে দুই যুবককে প্রথমে আটক করে পুলিশ এরপর তাদের তল্লাশি চালিয়ে বেআইনি আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। পরবর্তীতে দুই যুবককেই গ্রেপ্তার করে থানায় নিয়ে যায় পুলিশ। আরো জানা যায় ভেতরের নাম জগদীশ বর্মন (২৭) বাড়ি ৫৩৭ সিঙ্গিমারী এলাকায় ও অপরজন পবিত্র সরকার (২১) বাড়ি টাকিমারী এলাকায়। তাদের কাছ থেকে উদ্ধার হয় একটি ৯ এমএম পিস্তল, একটি ম্যাগাজিন ও দুটি কার্তুজ। ধৃতদের বিরুদ্ধে অস্ত্র আইনে নির্দিষ্ট মামলা দায়ের করা হয়েছে।

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপন পণ্ডিত কর্তৃক ডাওয়াগুড়ি, কলেরপার, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১৫৬ থেকে প্রকাশিত এবং জনবার্তা প্রিন্টিং প্রেস, দক্ষিণ খাগরাবাড়ী, জেলাঃ কোচবিহার, পশ্চিমবঙ্গ, ডাক সূচক- ৭৩৬১০১ থেকে মুদ্রিত। ● সম্পাদকঃ সন্দীপন পণ্ডিত ● Printed, Published and Owned by Sandipan Pandit and Printed at 'Janabarta' Printing Press, Dakshin Khagarbari, District: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code: 736101 and Published at Dawaguri, Kolerpar, Dist.: Cooch Behar, West Bengal, PIN Code – 736156 Editor : Sandipan Pandit, Tele-Fax : 0353-2431015 Website : www.purbottar.in, e-mail : contact@purbottar.in RNI No.: 71057/96